প্রথম প্রকাশ : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রচ্ছদ : বরুণ দাশগুপ্ত

[এই নাটক অভিনয়ের জন্য নান্দীকার গোষ্ঠীকে জানালে ভালো হয়।]

জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সত্যপ্রিয় বড়ুয়া কর্তৃক ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও বীণাপাণি প্রেস হইতে কানাইলাল ঘোষ কর্তৃক ১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

আমার গুরু
শ্রীঅমলেন্দু বসুকে
এবং
বাংলা থিয়েটারকে

ভূমিকালিপি

বাবা—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মা—দীপালি চক্রবর্তী
বড়ো মেয়ে—কেয়া চক্রবর্তী
বড়ো ছেলে—সুমৌলীন্দ্র আচার্য
ছোট ছেলে—সুবীর ঘোষ
ছোট মেয়ে—দোলা গঙ্গোপাধ্যায়
বনোয়ারীলাল—অলক ভট্টাচার্য
ম্যানেজার—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
প্রথম অভিনেতা—পশুপতি বসু
দ্বিতীয় অভিনেতা—রবীন চক্রবর্তী
প্রথম অভিনেত্রী—বীণা মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অভিনেত্রী—মঞ্জু ব্রহ্মচারী
প্রম্পটার—রাধারমণ তপাদার
স্টেজ ম্যানেজার—দীপক নন্দী
প্রপার্টি ম্যান—পরিতোষ পাল
শিপ্টার—অমলেন্দু চক্রবর্তী
আলো—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চ—রাধারমণ তপাদার
পরিচালনা—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশোভন লুঙ্গি পরে খালি গায়ে একটা কাপে ডিম ভাঙছে, অমল শুয়ে আছে সুশোভনের বিছানায়। ত্রিলোচনবাবু চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।'

প্রধান অভিনেতা ॥ (ম্যানেজারকে) আচ্ছা দেখুন, আমার কি ঐ লুঙ্গি পরে খালি গা হওয়াটা কি খুব এসেনশিআল ?

ম্যানেজার ॥ মানে ? খালি গা হতে যাবেন কেন ?....ও। স্ক্রিপ্টটাতে যে আবার তাই লেখা আছে।

প্রধান অভিনেতা ॥ কিন্তু হিরোর পক্ষে এরকম ব্যাপারটা কি নিতান্ত ছ্যাবলামি হবে না ?

ম্যানেজার ॥ ছ্যাবলামী ! মানে ছ্যাবলা ? আরে মশাই, এ কি আমার দোষ যে এদেশে ভালো নাটক পাওয়া যাচ্ছে না ? একে বিদেশী, তায় ইংল্যাণ্ড না, আমেরিকা না—ইটালী, আর কি খটমট নাম....পিরানডেল্লো ! এঁর নাটকের মাথামুণ্ডু কারুর বোঝবার সাধ্য আছে ? মশাই, যতোই অনুসরণ করুন, অবলম্বন করুন, ভবি ভোলবার নয়। উপায় থাকলে কি আমি সাধ করে এ নাটকের ঝামেলা ঘাড়ে নিই !...আর আপনি কচুবাবু, আপনাকে ঐ লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ডিমই ভাঙতে হয় ? উপায় নেই মশাই, উপায় নেই।

তরুণ অভিনেতা ॥ তার দরকার নেই। ফার্স্ট সিনেই যে সব উদ্ভট কারবার রয়েছে তাতে অডিএন্স থেকেই অনর্গল ডিমের খোলা ঝাড়তে থাকবে।

[অভিনেতা অভিনেত্রীরা হেসে ওঠে]

ম্যানেজার ॥ সাইলেন্স ! সাইলেন্স।....আমি এবার সিচুএশানটা

আপনাদের বুঝিয়ে দেব। (দ্বিতীয় প্রধান অভিনেতাকে) 'সচেতন ও সক্রিয় প্রবৃত্তি না থাকলে অন্তঃসারশূন্য যুক্তির কোন ধারই থাকে না। আপনি যুক্তিকে আর আপনার লাভার প্রবৃত্তিকে রূপ দেবেন। সমস্ত পার্ট গুলিয়ে দেওয়াই এই বইয়ের বিষয়বস্তু। যার ফলে আপনি নিজের ভূমিকা অভিনয় করে, নিজেই নিজের ক্রীড়নকে পরিণত হবেন'... বুঝলেন তো ব্যাপারটা ?

প্রধান অভিনেতা॥ কিছুই না।

ম্যানেজার॥ আমিও না। কিন্তু এইটা তো স্টেজ করতে হবে। আপনি যদি খানিকটা চটিয়ে এ্যাক্টিং করতে পারেন তাহলে জিনিসটা অন্তত একটা গ্লোরিআস ফেলিয়ার, মানে গৌরবময় ব্যর্থতা গোছেরও তো দাঁড়াবে। একটা সুবিধে আছে যে নাটকটার ডায়লগগুলো শুনতে কিন্তু বেড়ে, খালি মানেটাই যা বোঝা যায়না।....যাক্‌গে, গেট রেডি এভরিবডি...।

প্রম্পটার॥ মিঃ ঘোষ, আমি উইংসে চলে যাই ?

ম্যানেজার॥ না। এই একটু দূরে দাঁড়িয়েই করোনা! আচ্ছা, রেডি এ্যাকসন!

[এই সময় বাইরে একটা হট্টগোল শোনা যায়। শিফটার নেপাল এসে ম্যানেজারের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। স্টেজের পেছনদিকের উইংস দিয়ে ছ'টি চরিত্র এসে ঢোকে। ওদের ওপর আবছা আলো। বাবার বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। মুখে গোঁফদাড়ি। চোখে চশমা, মাথার চুল অল্প পাকা, কাঁচা কিন্তু বেশী নয়। খুব

ধারালো চোখ। কোট প্যাণ্ট ও চটি পরিহিত। হাতে একটা ছড়ি।

মা'কে দেখে মনে হয় খুব শোকাচ্ছন্ন; একেবারে ভেঙে পড়েছেন। বিধবার নতুন পোষাক পরণে। ঘোমটায় প্রায় সমস্ত মুখ ঢাকা। সৎমেয়ে বেশ সুন্দরী আর চটুল ভাবাপন্ন; সাধারণ শাড়ী জামা পরণে, খালি পা।

একটি চৌদ্দবছরের ছেলে। উস্কোখুস্কো চেহারা একটি আট বছরের মেয়ে।

একটি ছেলে, বয়েস বাইশ। রুক্ষ চেহারার। লম্বা। ভাবভঙ্গিতে মনে হয় যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্টেজে আনা হয়েছে।]

নেপাল ॥ বড়বাবু····

ম্যানেজার ॥ (চটে উঠে) কি? কি ব্যাপার?

নেপাল ॥ বড়বাবু, এই এঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ম্যানেজার ॥ (আরো রেগে) রিহার্সাল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? রিহার্সেলের সময় আমি কি কারো সঙ্গে দেখা করি? (নেপাল কি বলতে যায়) সাট্ আপ্। (আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে) কি, কি চান আপনারা?

বাবা ॥ (একটু এগিয়ে আসেন। তাঁর পেছন পেছন অন্য সবাই এগিয়ে আসে) ব্যাপারটা কি জানেন? আমরা না····আমরা একজন নাট্যকারের খোঁজে বেরিয়েছি।

ম্যানেজার ॥ (চটে আবার অবাক হয়েও) নাট্যকার? কোন নাট্যকার?

বাবা॥ যে কেউ। যে কোন একজন নাট্যকার।

ম্যানেজার॥ (আগন্তুকের কথাবার্তার ধরন দেখে সম্ভ্রমের সঙ্গে) কিন্তু এখানে তো কোন নাট্যকার নেই। আমরা এখানে একটা বিদেশী নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি। বুঝেছেন? তা যিনি এটা অ্যাডাপ্ট করে দিয়েছেন, সেই ভদ্রলোকও তো এখানে নেই। মানে ব্যাপার হচ্ছে যদি—আমরা কোন দেশী নাটক স্টেজ করতুম····

মেয়ে॥ ভালোই তো, আমরাই তো আপনার দেশী-নাটক হতে পারি।

তরুণ অভিনেতা॥ (অন্য সবাইয়ের থেকে এগিয়ে এসে) কি বলছেরে বাবা।

বাবা॥ সে ভদ্রলোক না থাকলে তো মুস্কিল হয়ে গেল। (ম্যানেজারকে) আচ্ছা, আপনি তো—

ম্যানেজার॥ আমি কি? নাট্যকার? একি রসিকতা করতে এসেছেন নাকি?

বাবা॥ না না বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, আমরা না একটা নাটক এনেছি।

মেয়ে॥ আমাদের দৌলতে আপনার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে!

ম্যানেজার॥ খুব ভালো। কিন্তু আপনারা এখন দয়া করে বিদেয় হোন তো! আমাদের রিহার্সাল দিতে দিন।

বাবা॥ আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে জীবনে অনেক কিছু ঘটে যা সাধারণভাবে অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু সেগুলোও তো সত্যি। তাই যা সত্যি সেগুলোর অসম্ভাব্যতা বিচার নিষ্প্রয়োজন।

ম্যানেজার ॥ আরে আরে, আপনি যে আবার জ্ঞান দিতে আরম্ভ করলেন দেখছি। ভ্যালা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো।

বাবা ॥ আমি জানি প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করাকেই অনেকে পাগলামো মনে করেন—আর ধরুন আপনারা যে নাটক করতে গিয়ে কতকগুলো অলীক চরিত্রকে স্টেজে এনে বাস্তব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, সেটাও কি পাগলামো নয়?

ম্যানেজার ॥ (চেয়ার থেকে উঠে, বাবার দিকে তাকিয়ে) মানে আমাদের এই নাটক করা আপনার মতে পাগলামো?

বাবা ॥ বিনা দরকারে, যা সত্যি নয় তাকে সত্যি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা, কতকগুলো অবাস্তব, অলীক চরিত্র জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা—এই তো আপনাদের কাজ? তাই না?

ম্যানেজার ॥ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে নাটক করা একটা ....যাকে বলে মানে বেশ একটা ভালো ব্যাপার।

বাবা ॥ জানি না। আমি শুধু আপনাকে বোঝাতে চাই যে, একটা সত্তার যেমন বিভিন্ন রূপ—ধরুন গাছ, ফুল, পাখি, নদী, প্রজাপতি হয়ে প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি একটা নাটকের চরিত্র হিসেবেই তো কেউ কেউ প্রকাশিত হতে পারে।

ম্যানেজার ॥ ও, তার মানে, আপনি আর আপনার অনুচরবৃন্দ নাটকের চরিত্র হিসেবেই ধরাধামে প্রকাশিত হয়েছেন?

বাবা ॥ হ্যাঁ! ঠিক এই কথাটাই তো এতক্ষণ ধরে আপনাকে বলতে চাইছি।

অরুণ অভিনেতা ॥ এতো আগমন নয়, আবির্ভাব!

[ম্যানেজার ও অভিনেতারা সশব্দে হেসে ওঠে]

বাবা॥ (ক্ষুব্ধ স্বরে) আপনারা হাসছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমরা এই ছ'জন পৃথিবীতে এসেছি শুধুমাত্র একটা নাটকের জন্যেই....শুধুমাত্র একটা নাটকের জন্যেই....বিশ্বাস করুন। (মা'র দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, ওর এই বিধবার বেশ দেখেও কিছু বুঝতে পারছেন না?

ম্যানেজার॥ (ধৈর্যচ্যুত হয়ে) থামুন মশাই, অনেক হয়েছে, এবার আসুনদিকি। (দারোয়ানের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকিয়ে নেপালকে) কী হে, এদের বের করে দিতে পারছো না?

বাবা॥ আচ্ছা আমার কথাটা একটু—

ম্যানেজার॥ এখন কথা শোনবার সময় নেই আমার। যান কাটুন। ....স্টেডি। সেকেণ্ড অ্যাক্ট!

তরুণ অভিনেতা॥ হ্যাঁ, ঢের গোঁয়াজি হয়েছে।

বাবা॥ (আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে) দেখুন, আপনারা অবিশ্বাস করছেন? ঠাট্টা করছেন? বাধছে না আপনাদের? আপনারাই না নাটকে লেখা চরিত্রগুলোতে অভিনয় করবেন বলে স্টেজে দাঁড়িয়েছেন! আমাদের নিয়ে এ পর্যন্ত কোন নাটক লেখা হয়নি বলেই আপনারা—

মেয়ে॥ (ম্যানেজারের দিকে চটুল ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে) বিলিভ মি, আমরা ছ'জন সত্যিই খুব নাটকীয় চরিত্র, যদিও কিছুটা আপনাদের চেনাজানা বাঁধাধরা রাস্তার বাইরে চলে গেছি।

বাবা॥ ঠিক তাই। (ম্যানেজারের দিকে) যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি আমাদের একটা নাটকে গ্রন্থবদ্ধ করতে চাননি, হয়তো পারেন নি, তবু আমরা রইলাম; কেননা

নাটকের চরিত্র হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তারা কি কখনো মরতে পারে? পারে না। এই ধরুন না, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ কিংবা শ্রীকান্ত অথবা ইন্দ্রনাথ—সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন বলেই না আজও এঁরা অমর।

ম্যানেজার॥ না, এটা বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনারা এক্স্যাক্টলি কি চান বলুন তো?

বাবা॥ আমরা বাঁচতে চাই।

ম্যানেজার॥ তা বাঁচুন না,—আটকাচ্ছে কে?....ও, মানে বাঁচতে চান, বাঁচতে চান....ঐ....চিরকালের জন্যে—

বাবা॥ না, একটি মুহূর্তের জন্যে....আপনার মধ্যে আমরা বাঁচতে চাই।

তরুণ অভিনেতা॥ (আর একজন অভিনেতাকে) বলে কি কচুদা।

প্রধানা অভিনেত্রী॥ বলছে, ওরা মিঃ ঘোষের মধ্যে বাঁচতে চায়।

তরুণ অভিনেতা॥ (মেয়েকে দেখিয়ে) আহা, ঐ মেয়েটা আমার মধ্যে বাঁচতে চায় না রে।

বাবা॥ শুনুন, শুনুন, নাটকটা যদি করতেই হয় তাহলে আমাদের সবার মধ্যে....যাকে বলে একটা ঐকতান দরকার।

তরুণ অভিনেতা॥ মেরেসে। আমাদের এখানে খুচরো বাজনা-টাজনার ব্যবস্থা নেই মশাই। আমরা নাটক করি।

বাবা॥ সেইজন্যেই তো আমরা এসেছি।

প্রম্পটার॥ কিন্তু আপনাদের বই কোথায়?

বাবা॥ বই? বইতো আমাদের মধ্যেই। (সবাই হেসে ওঠে) আমাদের মধ্যেই নাটক আছে, আমরাই নাটক। আর সেই

নাটকটা আমাদের অভিনয় করতে দিন। বিশ্বাস করুন, এই আমার একমাত্র কামনা।

মেয়ে॥ (বিদ্রূপ আর ন্যাকামি মেশানো ভঙ্গিতে) একমাত্র কামনা! ইস্, আপনারা যদি জানতেন····আমার জন্য ওর কামনা—

[বাবার দিকে দেখায় তারপর এগিয়ে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গি করে, আর ফেটে পড়ে হিস্টিরিক হাসিতে।]

বাবা॥ আঃ, কি হচ্ছে! ও রকম করে হাসছো কেন?

মেয়ে॥ আপনারা যদি পারমিশান দেন তাহলে বলি—যদিও মোটে সাতদিন হোলো আমার বাবা মারা গেছেন—তা-ও আমি আপনাদের একটা আধুনিক গান গেয়ে শোনাতে পারি—

[অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সমস্বরে বাহবা বাহবা, কেয়াবাৎ বহুৎ আচ্ছা, হোক হোক, বেড়ে ইত্যাদি ধ্বনি করতে থাকেন।]

ম্যানেজার॥ সাইলেন্স, সাইলেন্স, কি হচ্ছে সব! এ কি আপনাদের ইয়ের বাড়ী পেয়েছেন নাকি? (বাবার দিকে) এ মেয়েটা পাগল নাকি মশাই?

বাবা॥ পাগল? শুধু পাগল?

মেয়ে॥ শুধু পাগল? পাগলের চেয়েও খারাপ, না? আপনারা আমাদের নাটকটা করতে দিন। তারপর দেখবেন, একটা জায়গায়··আমার এই সবচেয়ে ছোট্ট বোনটা (মেয়েটাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে ম্যানেজারের দিকে এগিয়ে) দেখুন, দেখুন, একে দেখতে বেশ না? জানেন, আমার এই ছোট্ট বোনটা···

মরে যাবে....আর এই ছোট্ট ভাইটা....আমাদের দু'বোনের এই একটা ভাই ; এ-ও কেমন করে বুঝতে পারবে ওর বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। তারপর একদিন ওদের বাড়ির বাগানে....ঐ লোকটার (বাবাকে দেখিয়ে) বন্দুকটা লুকিয়ে এনে দেখুন, দেখুন এই এতটুকু ছেলে....গুলিটা লেগেছিলো ঠিক এখানটায় (গলায় হাত দিয়ে দেখায়)....যখন মা ওর মরা শরীরটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে....তখন....আমি দারুণ লজ্জায় ঘেন্নায়---ওদের (বাবাকে দেখায়) বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি অনেক দূরে—থাকগে। এখনো নাটকের সে জায়গাটা আসেনি। আমি শেষ অবধি মরবো না। কিন্তু মা আর ঐ লোকটা আর ওর ছেলেটার সংসারে আমি বাঁচবোই বা কি করে বলুন? ওই লোকটা যে এই সেদিন আমার সঙ্গে নোংরামি করেছে—আমার মা যে তা জানে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার যে বুক ফেটে যায়....আর হয়তো তবু আমার ভাইটা, আমার বোনটা বাঁচতেও পারতো, যা যা হয়েছে সব কিছু ভুলে গিয়ে আমরা আবার একসঙ্গে থাকতে পারতাম....কিন্তু তাও হোলনা—হতে দিলোনা—ঐ বিশ্রী নোংরা জানোয়ারটা—ঐ ছেলেটা দেখুন, দেখুন ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন—আমাদের কোন কথা যেন ওর গায়েই লাগছে না—যেন এসব কথাতে ওর কিছুই আসে যায়না ....কেন জানেন? কেননা ওর বাবা ওর মাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিলো। ও তাদের বৈধ-সন্তান। আর আমাদের তিন ভাই-বোনকে ও ঘেন্না করে, কেননা আমার বাবা আমার মাকে অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করেনি! আমাদের ভাই-বোনকে ও

বলে ব্যাস্টার্ড, বলে জারজ, অবৈধ—আমার মাকে বলে···· ! মন্ত্র, অগ্নিসাক্ষী····থুঃ !!

[এই সমস্ত কথা মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বলে যায়।]

মা ॥ (ম্যানেজারকে) বাচ্চা ক'টার মুখ চেয়ে—(প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন) আপনি—

বাবা ॥ (মাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসে) কি, কি হলো ? কাইগুলি একটা চেয়ার, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার····

অভিনেতারা ॥ সত্যিই কি অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি ?

ম্যানেজার ॥ এই মাখন, বদ্দিনাথ····তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার নিয়ে আয় না !

[মাখন তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দেয়]

মাখন ॥ (নেপালকে) কী করিস সব !

বাবা ॥ (মায়ের ঘোমটাটা তোলার চেষ্টা করে) দেখুন, এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন !

মা ॥ না, না, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি····

বাবা ॥ (ঘোমটাটা তুলে) না, এরা সবাই তোমাকে দেখুন····

মা ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে) আপনারা দয়া করুন, দোহাই আপনাদের এ যা করতে চায়, আপনারা তা হতে দেবেন না—

ম্যানেজার ॥ (হতবাক হয়ে) আমি ছাই মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ; কেস্‌টা কি ? আচ্ছা এই ভদ্রমহিলা আপনার স্ত্রী ?

বাবা ॥ হ্যাঁ, এই ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী।

ম্যানেজার ॥ তা আপনি বেঁচে আছেন, অথচ ইনি দিব্যি বিধবা হয়ে গেলেন কি করে ?

[অভিনেতারা হেসে ওঠে।]

বাবা ॥ আপনারা হাসছেন কেন ? প্লীজ হাসবেন না। ওর চরিত্রের আসল নাটকীয়তাই তো এখানে।—আমাকে বিয়ে করার পরেও এক ভদ্রলোককে ও ভালোবেসেছিলো, তিনিও যদি এখন আমাদের সঙ্গে এখানে আসতে পারতেন—

মেয়ে ॥ মোট কথা, আমাদের বাবা আজ সাতদিন হোলো মারা গেছেন। একটু আগেই তো আপনাদের বললাম! এই দেখুন না, অশৌচ চলছে বলে আমাদের কারো পায়ে জুতো নেই····

বাবা ॥ সেই ভদ্রলোক এখানে নেই দেখতেই পাচ্ছেন! তার কারণ এই নয় যে তিনি মারা গেছেন। তার কারণ, তাঁর এখানে আসার দরকারই নেই। কেন নেই এই মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন····(মাকে দেখিয়ে)····তা'হলেই সব বুঝতে পারবেন আপনারা। ভালো করে তাকান—যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই মহিলার জীবন-নাট্য গড়ে উঠেছে সেটা প্রেম নয়। বাৎসল্য। প্রিয়া নয়, জননী—যেমন মহাভারতের কুন্তী—দু'জন মানুষের প্রেমের দ্বন্দ্ব ওর জীবনে নেই বলেই আমরা দু'জন একসঙ্গে আসিনি। যাদের কেন্দ্র করে ওর জীবনের নাটকীয়তা তা' হোলো এই চারটি ছেলেমেয়ে। ওরা এসেছে—

মা ॥ কে চেয়েছিলো এদের ? আমি তো চাইনি। আমাদের প্রথম ছেলেকে কোলে পেয়েই আমার কোল ভরেছিলো। আমি

তো আর কাউকেই চাইনি। তুমিই আর একজনের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনকে জোর করে বেঁধে দিলে!

মেয়ে॥ মিথ্যে কথা।

মা॥ (চমকে উঠে) মিথ্যে? এ কথার সত্যি-মিথ্যে তুই কতটুকু জানিস্?

মেয়ে॥ জানি। মিথ্যে, মিথ্যে! কেউ তোমাকে জোর করে আমার বাবার জীবনের সঙ্গে বেঁধে দেয়নি। (ম্যানেজারকে) এ কথা বিশ্বাস করবেন না আপনি। মা মিথ্যে কথা বলছে। কেন বলছে তাও আমি জানি। (বড় ছেলেকে দেখিয়ে) ঐ ছেলেটার জন্যে। ঐ মার জীবনের প্রথম ছেলে। ওকে দু'বছর বয়সে ফেলে রেখে মা আমার বাবার ঘর করতে গিয়েছিল। আজ বাইশ বছর পরে আবার ওদের মা-ছেলের দেখা হয়েছে। ওই যে আছে না?....'বিধির প্রথম দান এ বিশ্ব সংসারে মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন আপন সন্তান হতে করিলে হরণ?'....না কি যেন—মা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু করেছে। তাই মা ঐ ইডিঅটটাকে মিথ্যে কথা বলে বোঝাতে চায়, 'বাবা আমি নিজে তোকে ছেড়ে যেতে চাইনি! তোর বাবাই জোর করে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আর "একজনের" জীবনের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলো আমাকে!'....সেই 'একজন' মানে আমার বাবা।

মা॥ (দৃঢ়স্বরে) ভগবান সাক্ষী! ওর বাবাই জোর করে আর একজনের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনকে বেঁধে দিয়েছিলো! (ম্যানেজারকে) ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, একথা সত্যি কিনা?

উনিই বলুন ! (মেয়েকে) তোর তো এসব জানার কথা নয় ! কি করেই বা জানবি বল ?

মেয়ে ॥ ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কোনদিন তো দেখিনি আমাদের বাড়িতে তোমার সুখ ছিলোনা, শান্তি ছিলোনা ? বলো, সত্যি কথা বলো ? আমাদের বাবা তোমাকে খুব ভালবাসতেন কিনা বলো ?

মা ॥ আমি তো না বলিনি।

মেয়ে ॥ চিরকাল ! আমার বাবা তোমাকে চিরকাল ভালোবেসেছে। যতো দিন বেঁচে ছিলো ততদিন।....সব্বাই জানে। এরাও জানে। (ছোট ভাইকে ধরে) কথা বলছিস না কেন বোকা কোথাকার ? বলনা, আমাদের 'বাবা কীরকম ভালো ছিলো, বলনা সব্বাইকে !....

মা ॥ ওকে ছেড়ে দে। শোন, তুই বিশ্বাস কর আমাকে। আমি মিথ্যে বলিনি। ওঁর মতো ভালোমানুষ হয় না। এত উদার, এত শান্ত, এত ভালোমানুষ—আমি দেখিনি !

বাবা ॥ এ কথা সত্যি। যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে দায়ী একমাত্র আমিই। শুধু আমিই। আর কেউ না।....

প্রধান অভিনেতা ॥ (সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে) ভো ভো, কি অপূর্ব দৃশ্য !

প্রাধানা অভিনেত্রী ॥ আমরাই তাহলে অডিএন্সের দলে ?

বদ্যিনাথ ॥ অহো একবারের জন্য অন্ততঃ !

ম্যানেজার ॥ (সত্যি সত্যিই উৎসাহের সঙ্গে) আঃ, চুপ করো না ! হচ্ছে কি ? ওদের কথাটা পুরো শুনতে দাও !

ছেলে ॥ হ্যাঁ! মন্দ লাগবে না আপনাদের! আমার বাবা তো নোংরা কাজে সিদ্ধহস্ত। আবার শোনার ব্যাপারেও দেখছি আপনাদের উৎসাহের কমতি নেই!····

বাবা ॥ ইউ সাট আপ! নিজের বাবা সম্পর্কে একথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?····(ম্যানেজারকে) আমার বিবেক-দংশনের যে তীব্র জ্বালা····যে নিদারুণ আত্মগ্লানি····, তাই নিয়েও বিদ্রূপ করে আমাকে····

ছেলে ॥ (বিরক্ত হয়ে) আঃ! 'তীব্র জ্বালা! নিদারুণ আত্মগ্লানি!' শুধু কথা আর কথা! কতকগুলো ভালো ভালো বাংলা শব্দ!

বাবা ॥ দুঃখ বেদনার মধ্যে শাদামাটা ক'টা কথাতেও কি মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পায় না? 'কথা' মানে হয়তো কিছু নয়, কিন্তু কথার কি কোন মানে নেই!

মেয়ে ॥ আছে বৈকি! ঐ 'বিবেক-দংশনের তীব্র জ্বালা, নিদারুণ আত্মগ্লানি'র ব্যাপারে কথার মানে আছে বৈকি! বদমাইশি করে ঐসব ভালো ভালো কথাই তো চালাতে হয়, কথাও চালাতে হয়····টাকাও!·· হু····টাকাও প্রথম দিন রাত্রিবেলা ঠিক সাড়ে আটটায় আমাকে একশোটা টাকা দিয়েছিলো কে বলোতো?

ছেলে ॥ (চীৎকার করে ওঠে) স্টপ্, ইউ ব্যাস্টার্ড!

মেয়ে ॥ (হাসে) কেন নিজের বাবাকে ভদ্দর-লোক সাজিয়ে রাখার ইচ্ছে?

ছেলে ॥ (আগের কথার রেশ টেনে) সোআইন!

মেয়ে ॥ (ছেলের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে) বনোয়ারী লালের

দোকানে সেই চকচকে পালিশ করা কাঠের কাউণ্টারের ওপর একটা ফিকে নীল রংয়ের খামে একশোটা টাকা ছিলো না? বনোয়ারীলালকে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই চেনেন! হয়তো ওকে কিংবা ওরই মতো আর একজনকে নিশ্চয়ই চেনেন?···· ওরা বাইরে একটা ভদ্রগোছের দোকান সাজিয়ে রাখে আর ভেতরে ভেতরে গরীব মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা চালায়।····

মা॥ আঃ! কি করছিস্? এসব নোংরা কথা সবাইকে বলতে তোর বাধছে না?

মেয়ে॥ বাধবে কেন? একটুও বাধছে না। এটাই যে আমার প্রতিশোধ।·· ঐ সিনটাতে অভিনয় করার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি····সেই ঘর····চোখের সামনে ভাসছে····এই দিকে জানালা ····কোণে একটা ভালো চেয়ার··· তার পাশেই হ্যাঙারে ক'টা জামাকাপড় ঝুলছে····লাল রংয়ের পর্দা····আর পর্দার ওপারে ফিকে অন্ধকার জানালাটার পাশে····সেই চকচকে পালিশ করা সেই কাউণ্টারের ওপর····একশোটা টাকা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আবার····আপনারা সংকোচে ঘেন্নায় আমার দিকে তাকাতে পারছেন না, না! আমি জানি এগুলো ভালো কথা নয়····সবার কাছে চেঁচিয়ে বলার মতো নয়····তবু আমার সংকোচ নেই, লজ্জা নেই····কেন থাকবে বলুন? 'সংকোচ' 'লজ্জা' এসব তো (বাবাকে দেখায়) ওর থাকা উচিত।

ম্যানেজার॥ আমিতো ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না····

বাবা॥ সত্যি বোঝা মুস্কিল।····আপনি যদি একটু সবাইকে জোর করে চুপ করিয়ে আমাকে বলতে দেন।····বিশ্বাস করুন ও শুধু

শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছে....আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে?

মেয়ে॥ থাকতে পারে বৈকি! নিজের সাফাই গেয়ে অনেক কিছুই বলার থাকতে পারে।

বাবা॥ কিন্তু আপনারা কি বুঝতে পারছেন না, সব গণ্ডগোলের মূলকথা এখানেই—এই বলাতেই। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে....আমি যা বুঝি...তা যখন নিজের মতো করে বলি, তখন অন্য কেউ তা মানতে চায় না....আমি যা বলি তা অমনি আপনারা নিজেদের চিন্তার ছাঁচে ঢালাই করে নেন।.... আমরা সবাই ভাবি, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বুঝি....কিন্তু তা মোটেই সত্যি নয়।....এই দেখুন না (মাকে দেখিয়ে) এই মহিলাটি ....আমার সদিচ্ছাকে নিষ্ঠুরতা বলে মনে করেন....

মা॥ তুমি আমাকে জোর করে তোমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাওনি?

বাবা॥ শুনছেন আপনারা? আমি নাকি জোর করে ওকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।....ও ভাবে ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।....

মা॥ আমি ওর মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারিনে। কিন্তু আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।..(ম্যানেজারকে) আমাকে যখন ও ভালোবেসে বিয়ে করলো....কে জানে!....আমার মধ্যে ভালবাসার মতো অসাধারণ কি ও দেখেছিলো জানিনা....

বাবা॥ অসাধারণ কিছু দেখিনি বলেই তো তোমাকে ভালোবেসেছি.... বিয়ে করেছি....!—তোমার সারল্য আমাকে মুগ্ধ করেছিলো— (কথা বলতে বলতে থেমে যায়। মা'র দিকে এগিয়ে যায়।

নিজের বোঝাতে না পারার ভঙ্গি করে)—দেখছেন ও অস্বীকার করছে। ওঃ! মন বলে কি কিছুই নেই,....কিন্তু মন? তুমি কি কিচ্ছু বোঝোনা?

প্রধানা অভিনেত্রী॥ (প্রধান অভিনেতাকে মেয়ের সঙ্গে মশগুল দেখে এগিয়ে এসে ম্যানেজারকে বলে) এক্সকিউজ মী, মিঃ ঘোষ—আজ কি রিহার্সাল হবেনা?

ম্যানেজার॥ ডেফিনেট্‌লি হবে।—কিন্তু এঁরা কি বলছেন একটু শুনে নিই না!

প্রধান অভিনেতা॥ ব্যাপারটা কিন্তু বেড়ে!

প্রধানা অভিনেত্রী॥ (প্রধান অভিনেতার দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে) হ্যাঁ, নোংরামি যারা পছন্দ করে তাদের কাছে বেড়ে তো হবেই!

ম্যানেজার॥ (বাবাকে) আপনি আর একটু পরিষ্কার করে আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন তো!

বাবা॥ বলছি।....আমার ফার্মে একজন ক্লার্ক ছিলো। সে আমার সেক্রেটারীর কাজও করতো।....বেশ শিক্ষিত, বিনয়ী ভদ্রলোক।....ওর সঙ্গে (মাকে দেখিয়ে) এর আলাপ হোলো একদিন। তারপর আস্তে আস্তে ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা হোলো....আর শেষের দিকে এমন অবস্থা দাঁড়ালো, যাকে ভালো বাংলায় বলে, "দু'টি অভিন্ন হৃদয় আত্মা"—কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা যে ওদের সম্পর্ককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বোধহয় ওরা কল্পনাও করতে পারেনি....

মেয়ে ॥ (ম্যানেজারকে) শুনছেন, এমন ভাবে বলছে যেন ও নিজেও কল্পনা করতে পারেনি—

বাবা ॥ আমি পেরেছিলাম, কিন্তু আমি বাধা দিইনি। (ম্যানেজারকে) —ভাবলে খুব অবাক লাগে, না ?—প্রথমটায় আমি ভাবতুম আমারই স্ত্রী যদি আমাকে ভালো না বেসে আর কাউকে ভালোবাসে—তাহলে—শুধুমাত্র স্বামীত্বের গৌরব নিয়ে তার ভালোবাসা দাবী করবো, এ'তো নিছক কাপুরুষতা···

ম্যানেজার ॥ তা মশাই আপনি কেন ঐ ভদ্রলোককে—মানে আপনার ঐ সেক্রেটারীকে তাড়িয়ে দিলেন না ?

বাবা ॥ জানতুম এ-ও অন্যায়—তবু আমি মানুষ তো ? একদিন তাই-ই করলাম ।—কিন্তু ফলটা কি হোলো জানেন ? এই মহিলাটি (মাকে দেখায়) দিনরাত বাড়ির এককোণ থেকে আর এককোণে মুখ শুক্‌নো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন····যেন বনের পাখীকে জোর করে এনে খাঁচায় পুরে রেখেছি আমি····

মা ॥ হ্যাঁ !!

বাবা ॥ (হঠাৎ মায়ের দিকে ঘুরে) তুমি আমাদের সংসার ভেঙে আর একজনের সঙ্গে আবার সংসার গড়েছিলে, বাধ্য হয়েই, এ আমি জানি ; আমি বাধ্য করেছি তোমাকে। এ দোষ তো আমি কোনদিনই অস্বীকার করিনে।····কিন্তু আমাদের ছেলের ব্যাপারে তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে দায়ী করো।····

মা ॥ যখন আমি তোমার সংসার ছেড়ে যাই, তখন ওর বয়স তিন বছর। অথচ শেষের পুরো একটা বছর আমি ওকে চোখের

দেখাও দেখিনি····তুমিই বলো····ওকে তুমি দু'বছর বয়সেই আমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে গেছ কিনা !····

বাবা ॥ হ্যাঁ, গেছি বৈকি। কিন্তু সে তো তোমার ওপর অত্যাচার করবার জন্যে নয়।····ও আমাদের একমাত্র ছেলে বলে তোমার যেমন একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, তেমনি আমারও কি মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল না, যে ছেলেটা পাহাড়ী জায়গায় খোলা হাওয়া-বাতাসে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠুক····

মেয়ে ॥ (ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে) আহা !! 'মানুষ হয়ে উঠুক ! মহামানব !!····ঐ যে মানুষই হয়েছেন একখানা····

বাবা ॥ ও যে ঠিকমতো মানুষ হতে পারলো না, তা-ও কি আমার দোষ ? আমি কি ইচ্ছে করে ওকে ওরকম অমানুষ করে তুলেছি ? ভাবুন তো তখন ওর মা'র স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপই হয়ে যাচ্ছে···· ওরও কষ্ট হতো, ওর মা'রও।····ঝি চাকরদের মধ্যে ছেলেপুলে মানুষ হোক এ আমি নীতিগতভাবে কোনদিনই চাইনি····সুবিধে হবে ভেবে ছেলেটাকে ওর পিসির কাছে মানুষ হবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম।····আজ ভাবলে দুঃখ হয়, সেদিন কি ভুলই করেছি। কিন্তু আমার দোষটা কোথায় ? আমি হয়তো····হয়তো কেন····নিশ্চয়ই ভুল করেছি····কিন্তু ভাবুন, আমি সমাজনীতির দিক দিয়ে কোন অন্যায় করেছি কি ? আমি সারাজীবন চেয়েছি যাতে আর কিছু না হোক অন্ততঃপক্ষে যেন কোন নীতিভ্রষ্ট হতে না হয় আমাকে····

[মেয়ে সজোরে হেসে ওঠে]

····আঃ ! ইট্স্ ইন্টলারেব্ল ! ইন্টলারেব্ল্ !!

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ, আপনি দয়া করে চুপ করুন দিকি !

মেয়ে ॥ (হাসতে হাসতে) চুপ করা মুস্কিল কিনা !....বনোয়ারীলালের বাঁধা খদ্দেরের মুখে নৈতিকতার পরম বাণী !!

বাবা ॥ ইডিঅট ! সেইটেই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে আমি মানুষ ! আমার চরিত্রে এই পারস্পরিক বিরোধিতা এইটেই তো চরিত্রকে নাটকীয় করে তুলেছে—এই চরিত্র-বৈষম্যই তো আজ আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে........স্টেজে....নাট্যকারের সন্ধানে....(মা'কে) আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো, তুমি যখন আবার নতুন করে সংসার পাতলে হাজারীবাগে— তখন কি আমি শুধুমাত্র মানবিক নীতির কথা ভেবেই —তোমার সংসারের খোঁজ নিতাম না ? কেন ?—একদিন তুমি আমারই স্ত্রী ছিলে একথা ভেবেই তো ?....

মেয়ে ॥ বটেই তো। তখন আমার বয়েসই বা কতো ? নেহাৎই ছোট্টমেয়ে ছিলুম, শাড়ী ধরবারই বয়েস হয়নি তখন....এই ভদ্রলোক রোজ ছুটির পর আমাদের ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন আমাকে, কবে আমি সত্যিকারের বড়ো মেয়ে হবো।

বাবা ॥ ননসেন্স !! দিস ইজ এ লাই ! এ পজিটিভ্ লাই !!

মেয়ে ॥ মিথ্যে ?

বাবা ॥ জঘন্য নির্লজ্জ মিথ্যে !! (উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারকে বোঝাবার চেষ্টা করে) আমার স্ত্রী আমার কাছ থেকে চলে যাবার পর থেকেই হঠাৎ আমার কাছে সমস্ত জীবনটা আশ্চর্য রকম ফাঁকা হয়ে গেল।—আমি হয়তো শেষের দিকে ওকে আর

ভালোই বাসতাম না,····শুধু তাই কেন? সত্যিকথা বলবো, আমি সহ্যই করতে পারতাম না ওকে····কিন্তু ওযে····ওযে একান্ত নিঃশব্দে আমার সমস্ত জীবনটাকে পাকে পাকে জড়িয়েছিলো— একথা ও চলে যাবার আগে কোনদিনই বুঝতে পারিনি।····বছর দেড়েক কেটেছে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায়····কি যে ভুল করেছি বুঝতে পেরেই সমস্ত মন নিজেকে যন ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে····ভাবলাম না থাক····যা হয়েছে হয়েছে···· কাজের মধ্যে নিজেকে সমস্তক্ষণ ডুবিয়ে ফেলে সব ভুলে যেতে হবে আমাকে।—তাই করলাম।···· নিজের কাজকর্ম নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম....অনেক দিন····অনেক বছর····তবু ভোলা কি যায়! দিনরাত শুধু আশ্চর্য অতীতের দিনগুলো যন্ত্রণা দিতে লাগলো আমাকে। ভাবলাম ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনবো····দুজনে থাকবো একসঙ্গে····আবার সব ঠিক হয়ে যাবে (ছেলেকে দেখিয়ে) ওকে দেখলাম। কিন্তু ওকে আর নিজের ছেলে বলে চিনতেই পারলাম না। ও অদ্ভুত বদলে গেছে ওর জীবন সম্বন্ধে আমি কি আশ্চর্য কল্পনাই না করেছিলাম—আর ও কি হয়েছে ভেবে দারুণ হতাশায় মন ভরে গেল। হয়তো তাই····নিজের ছেলের ওপর বাপের যে স্বাভাবিক মমতাটুকু থাকে সেটুকু নিজের অজান্তেই আমি কেমন করে হারিয়ে ফেললাম···তখন আমার জীবনের কথা একবার ভাবুন···যেদিকে তাকাই শুধু শূন্যতা হতাশা বেদনা—তখন মানসিক হাহাকার আমাকে টানলো ওর সংসারের দিকে—হাজারীবাগে। তখন ঐ মেয়েটির বয়স বছর দশেক।—আমি যেখানে গিয়ে উঠেছিলাম

তার খুব কাছেই ওদের স্কুল। তাই ছুটির পর আমি 'কয়েকদিন' ওকে যেতে আসতে দেখেছি—

মেয়ে ॥ 'কয়েকদিন' না—প্রায় রোজ-রোজই। আমি স্কুল থেকে বেরোনোর পর ও আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতো আর এইরকম করে হাত নাড়তো—আমার খুব মজা লাগতো ভাবতে লোকটা কে—আমি মাকে বললুম ও কিরকম-কিরকম দেখতে ....মা ঠিক আন্দাজ করলে—বেশ কয়েকদিন তো ভয়ে ভয়ে মা আমাকে স্কুলেই যেতে দিলেন না—অনেকদিন পরে আবার যেদিন স্কুলে গেলাম দেখি আবার লোকটা দাঁড়িয়ে আছে—হাতে একটা কাগজের প্যাকেট—আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে আমার গালটা টিপে আদর করলো—তারপর সেই কাগজের প্যাকেট খুলে আমার জন্যে বের করলো··একগোছা ফুল আর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ....

ম্যানেজার ॥ কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে—আমরা মূল নাটকটা থেকে অনেকটা সরে যাচ্ছি না ?

ছেলে ॥ (ঘৃণার সঙ্গে) আঃ ! শুধু নাটক আর নাটক—সাহিত্য !!

বাবা ॥ সাহিত্যই তো। নিশ্চয়ই সাহিত্য। এটাই তো জীবন, এই তো জীবনের আবেগ !

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ ! বড়ো ভালো বলেছেন কথাটা—'জীবনের বেগ' ....কিন্তু... নাট্য-সাহিত্যের তো আবার কতকগুলো ইয়ে আছে—নাটকে এ জায়গাটা জমবে না মনে হয়—

বাবা ॥ ঠিকই বলেছেন আপনি। নাটকে এ জায়গাটা জমবে না। —এ ঘটনা ঘটেছে অনেক বছর আগে। আসল নাটকটার

সাথে এ ঘটনার সম্পর্ক নেই বললেও চলে। (মেয়েকে দেখিয়ে) দেখুন না, ওকে দেখে কি মনে হয়—ও-ই বছর দশেক আগে একটা বেণী দোলানো ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়ে ছিলো?

মেয়ে॥ বাঃ! তাই আবার হয় নাকি?. 'বেণী দোলানো ফ্রকপরা রোগা ফুটফুটে মেয়ে'-কে নায়িকা করে যে-সব ভোঁতা ভোঁতা নিরিমিষ নাটক তৈরী হয়—আমাদের জীবনের নাটক কি তেমনি ভাল গোছের, ভদ্র একটা কিছু?....হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে খেটে আমার বাবা পঙ্গু হয়ে বিছানা নিয়েছিলো পুরো দু'বছর।.... বাবাকে সারিয়ে তুলবো বলে নিয়ে এলাম এখানে।....চিকিৎসা করাতে গিয়ে সবদিক দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলাম আমরা....তবু তাকে বাঁচাতে পারলাম না....

বাবা॥ আর তারই অলক্ষ্যে আমাদের ছ'জনের জীবন-নাটক গড়ে উঠেছিলো—কি নিষ্ঠুর, কি ক্রুর, কি বীভৎস নাটক! ....বুদ্ধিগত-ভাবে কোনদিন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিইনি,....অথচ বিচারবুদ্ধির অগোচরে আমি কি না করেছি!....আমার দিকে তাকান,.... এতো বয়েস হয়নি যে জীবন থেকে মেয়েদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে....আবার এতো কম বয়সও নয় যে নির্লজ্জভাবে কোন মেয়েকে আপন করে চাইবো....তাছাড়া তখন আমার যা মনের অবস্থা তাতে কোন মেয়েই আমাকে ভালবাসতে পারেনি—পারতোও না—আপনারা বলবেন, 'তবু আপনি যা করেছেন, তা অন্যায়, অনুচিত।—আপনাকে সহানুভূতি দেখানোর প্রশ্নই আসে না।' আমি জানি।—আর সবার মতো ফাঁকা ভালোমানুষির খোলশ পরে আমি আপনাদের সামনে হাজির হইনি।—সব

মানুষই অন্যায় করে কিন্তু স্বীকার করার সাহস তো সবার নেই····

মেয়ে॥ স্বীকার করার সাহস নাই বা থাকলো, অন্যায় করার সাহসের তো কমতি নেই—

বাবা॥ তা নেই। কিন্তু সে অন্যায়ও করে লুকিয়ে চুরিয়ে। সেই জন্যেই তো লুকোনো অন্যায় স্বীকার করতে বেশী সাহস লাগে। অন্য সবাই যখন নিজের ভেতরের জন্তুটাকে দেখে চোখ বন্ধ করে তখন এরাই জন্তুটার মুখোস ছিঁড়ে ফেলে তার স্বরূপ দেখিয়ে দেয় আর পাঁচজনকে।—(ম্যানেজারকে) আপনি বলবেন 'এতো সিনিসিজম্!'—কিন্তু সত্যিই কি তাই? যে অন্যায় করে অন্যায় স্বীকার করে, সে কি সমাজের আর পাঁচটা মানুষের চেয়ে ভালো নয়?

মেয়ে॥ ভালো খারাপের কথাই নয়। যদি কেউ বোঝে, আর তো লজ্জা লুকিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছে না—তখন খুব কাচুমাচু হয়ে ভদ্রলোকের ভান করে বলে, 'আমি অবশ্যি স্বীকার করছি এ আমারই অন্যায়। এ জন্যে আমাকে ক্ষমা করা চলে না'—কিন্তু বলেই তার অন্যায়ের জন্যে সে নিজে বিশেষ দায়ী নয়, আর কেউ কিম্বা অন্য কোন ঘটনা দায়ী, একথা বলেই আবার ভালোমানুষ সাজতে চায়— এই করেই, ছোট্ট অন্যায় স্বীকার ক'রে বড়ো অন্যায় চাল দেবার ন্যাকামিটা ইদানীং খুব চালু হয়েছে বটে।—প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই—শুধু চরিত্রহীন কামনার আগুনে যার সারা গা ঝল্‌সে গেছে তার কাছ থেকে এ ধরনের যুক্তির মার-প্যাঁচ শুনলে আমার অসহ্য মনে হয়, গা ঘিন্ ঘিন্ করে আমার—যে লোকের মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিঁটেফোঁটাও নেই—আদর্শ,

ভদ্রতা, বিনয়ের মুখোশ ছিঁড়েখুঁড়ে হুংকার দিচ্ছে, তখনও সে চেষ্টা করছে জন্তুটার নিন্দে করে নিজের সাফাই গাইবার—

ানেজার ॥ আহা! আসল গল্পের খেইটা হারিয়ে ফেলছি না? এ তো শুধু আলোচনা হচ্ছে।—যাকে বলে ধান ভানতে শিবের গীত....

বাবা ॥ কিন্তু সত্য হচ্ছে একটা বেলুনের মতো। হাওয়া না পুরলে তার পুরো চেহারাটা বোঝা যায়না। সত্যকে দেখতে হলে তার সমস্ত যুক্তি অনুভূতিগুলিকেও তো বোঝা দরকার—এইদেখুন না, আমি তো সবে সেই রাত্রিতে বনোয়ারীলালের দোকানেই প্রথম জানতে পারলুম যে এই মেয়েটির বাবা পঙ্গু হয়ে বিছানা নিয়েছে ওকে সারিয়ে তুলবে বলে এরা ওকে নিয়ে এসেছে এখানে। আর প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় ওর মা বাধ্য হয়েই বনোয়ারী-লালের শাল রিপেআরিং-এর দোকানে কাজ নিয়েছে—

মেয়ে ॥ হ্যাঁ, বনোয়ারীলালের শাল রিপেআরিং-এর দোকানে জামা কাপড় শেলাই করা, রিপু-করার কাজ!—আমিই তো প্রায়ই দোকানে গিয়ে অর্ডারগুলো নিয়ে আসতুম! মা বাড়িতে বসে কাজ করতো, আবার আমিই পরের দিন ওগুলো ফেরত দিয়ে পয়সা নিতুম—নতুন অর্ডার নিয়ে বাড়ি চলে আসতুম—

মা ॥ আপনারা বিশ্বাস করুন—আমি জানতুম না—সত্যিই আমি জানতুম না—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে ঐ বুড়ো আমাকে কাজ দিয়েছে ঠিকই—কিন্তু ওর আসল নজর আমার মেয়ের ওপর—

মেয়ে ॥ মা গো মা !!—আচ্ছা বলুন তো আপনারা, আমি যখন

মায়ের হাতের কাজগুলো বনোয়ারীলালের কাছে দিয়ে আসতাম, বুড়ো আমাকে প্রায়ই কি বলতো ?—ওঃ হো, আপনারা তো আবার ভেতরের ব্যাপারটাই জানেন না। তখন আমাকেই তো বুড়ো ওর আসল ব্যবসায় খাটাচ্ছে কিছুদিন ধরে ? তার জন্যে আমারই রোজগার থেকে কয়েকটা শাড়ী-জামা কিনে রেখে দিতে হয়েছে দোকানের এককোণে। সেগুলো প্রায়ই ছিঁড়তো আর বুড়ো আমারই হাত দিয়ে সেগুলো সেলাই করার জন্যে, রিপু করার জন্যে পাঠাতো মা'র কাছে। আর আমারই রোজগার থেকে মেরামতি খরচ কেটে নিয়ে দিতো মার হাতে। আর মা বেচারা রোজ মাঝরাতে হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে মেঝেয় বসতো বাবার বিছানার পাশে পা ছড়িয়ে আর শেলাই করতো—আর বাবাকে বলতো, "তবু তো ভগবান দয়া করেছেন বলে মেয়েটাকে আর বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে জলে ভাসিনি !—"

ম্যানেজার ॥ আর ঐ দোকানেই আপনি একদিন রাত্রিবেলা সাড়ে আটটার সময় দেখলেন—

মেয়ে ॥ (বাবাকে দেখিয়ে) ঐ ওকে—বনোয়ারীলালের এক পুরোনো খদ্দের—বুঝতে পারছেন এইটেই আপনার নাটকের ক্লাইম্যাক্স সিন····

বাবা ॥ ঠিক সেদিনই—তখুনি—ওর মা—কয়েকটা টাকা ধার করার জন্যে দোকানে এসে হাজির হয়েছিল····

মেয়ে ॥ (ব্যঙ্গের সুরে) ঠিক তখুনি উনি মজা লুটতে গিয়েছিলেন, হায় হায় !!

বাবা ॥ (চিৎকার) না, আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুলের মুহূর্ত। ভাগ্যি ভালো আমি ওকে চিনতে পেরেছিলুম....আমার জীবনের সত্যিই সবচেয়ে বেদনার মুহূর্ত ....তার কয়েকদিন পরেই ওদের বাবা মারা গেলেন—আমি ওদের সঙ্গে করে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম....তারপর থেকে আমার আর আমার স্ত্রীর সম্পর্কটা ভেবে দেখুন !....ওর অবস্থা তো দেখছেনই—উনিও আর ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারেন না....সে ক্ষমতা হারিয়েছি....সেই....ওখানেই....

মেয়ে ॥ তাহলেই, বলুনতো মশাই, কি করে এর পরেও ওই ভদ্রলোক আশা করেন যে একটা স্বাভাবিক সাধারণ মেয়ের মতো আমি ওর মুখ থেকে সুনীতির কচ্‌কচি শুনবো ?

বাবা ॥ তবু শুনবে। শুনতে হবে তোমাকে। আমার বিবেক-দংশনের যে তীব্র জ্বালা যে নিদারুণ আত্মগ্লানি, তার মধ্যেই রয়েছে আমার পরিপূর্ণ সত্তা।

মেয়ে ॥ আবার বিবেক ?—

বাবা ॥ হ্যাঁ তাই। বিবেক তো আর একটা অখণ্ড কিছু নয় ? এর বিভিন্ন দিক আছে।....এক একজন মানুষের মধ্যে দিয়ে তার এক রকম প্রকাশ। একটা ঘটনার ভিত্তিতেই যদি কোন মানুষকে বিচার করা হয়, তাহলে তারচেয়ে বড়ো অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব তো ঐ একটা মাত্র ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়....(ম্যানেজারকে)....শুনুন আপনি, এই যে এই মেয়েটি....ওর সঙ্গে আমার এমন এক জায়গায় দেখা হয়েছিলো যেখানে আমি তাকে চিনতুম না, সত্যিই চিনতুম না।

বিশ্বাস করুন....ও-ও আমাকে চিনতো না,....কিন্তু আমার জীবনের ঐ চরমতম মুহূর্তটিকে ও আমার চরিত্রের একমাত্র সত্য বলে মনে করে নিয়েছে।....তারপর দেখুন, (ছেলেকে দেখিয়ে) আমার ছেলে—

ছেলে॥ আঃ, প্লীজ লীভ্ মী এ্যালোন—আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না....আমি এসব নোংরামির মধ্যে নেই....

বাবা॥ কি আশ্চর্য ! তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও নাকি ?

ছেলে॥ হ্যাঁ চাই। এ ব্যাপারে আমার কিছু করারও নেই, আমি কিছু করতে চাইও না....

মেয়ে॥ আমরা সবাই নোংরা আর তুমি একা ভদ্রলোক, না ? (ম্যানেজারকে) শুনুন, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি যখনি ওর দিকে তাকাই, ও তখনই চোখ নামিয়ে নেয়। মনে মনে ও কি প্রচণ্ড দুর্বল—ও জানে আমার ওপর কি অন্যায় ও করেছে—

ছেলে॥ (মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই) আমি আবার কি অন্যায় করেছি ?

মেয়ে॥ হ্যাঁ তুমি ! তুমি !—শুধু তোমার জন্যেই আমাকে তোমাদের বাড়ি ছাড়তে হলো ! শুধু তোমার জন্যেই আজ আমি একটা রাস্তার মেয়ে—একটা বেশ্যা ! রক্তের সম্পর্কের কথা বাদই দিলুম—প্রথমদিন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করোনি যেন আমি একটা রাস্তার কুকুর ?....তুমি সবসময় এমন ভাব দেখাও যেন মন্ত্র পড়ে, অগ্নিসাক্ষী না রেখে যে বিয়ের ছেলে মেয়ে—তারা বেশ্যার ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয় ?

(ম্যানেজারকে) শুধু ওর আর আমার দু'একটা সিন্ দেখবেন আপনি? দেখবেন?

ছেলে॥ ওরা সবাই বলে শেষের দিকে যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে দায়ী আমি। দায়ী আমি মোর্টেই নই। আমি কিছু জানি না। জানতামও না।....দিন পনেরো কুড়ি আগে একদিন বাড়িতে বসে আছি, দারোয়ান এসে বললে, কে একজন বাবার খোঁজ করছে। বলছে খুব জরুরী দরকার।....বেরিয়ে এসে দেখি এই ন্যাকা এ্যাবনরম্যাল মেয়েটা। বললুম, 'বাবা নেই। পরে আসবেন।' কিছুতেই শোনে না।—বাবাকে ওঁর চেম্বারে ব্যাপারটা জানিয়ে ফোন করতেই দেখি উনি হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। আর তারপরেই মেয়েটাকে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।....দরজা খোলাই ছিলো। দূর থেকে আমি সব কথাবার্তা শুনতে পাইনি। কিন্তু দেখতে পেলাম বাবা ওর হাতে অনেকগুলো টাকা দিলেন। মেয়েটা চলে গেল—আর তারপর দিন সাতেক ধরে রোজই মেয়েটা আসে। আর বাবা যেন ওরই জন্যে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে নিজের ঘরে অপেক্ষা করেন।....রোজই মেয়েটা আসে, কি সব কথাবার্তা বলে বাবার সঙ্গে আর রোজই অনেকগুলো টাকা নিয়ে যায়।....

বাবা॥ আমারই ভরসায় ওরা তখন ওর বাবাকে হস্‌পিটালে ভর্তি করেছিলো। ওদের সংসারের কথা ভেবে, আমার সেদিনের জঘন্য অন্যায়ের কথা ভেবে, অন্ততঃপক্ষে শুধুমাত্র

মানবিকতার কথা ভেবেও কি ওদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা উচিত ছিলো না আমার ?

ছেলে॥ কিন্তু আমি এতো সব কথা জানবো কি করে বলুন ? আমাকে কোন কথা বলেছিলে ? তারপর এই দিন চারেক আগে (বাবাকে) এদের সবাইকে নিয়ে এলে আমাদের বাড়িতে। বললে, 'এদের বাবা পরশুদিন সকালে হাসপাতালে মারা গেছে —আর এঁকে প্রণাম করো।—এই তোমার মা।"…বলুন আপনারা কেউ যদি এই অবস্থায় পড়তেন, কি করতেন ?…. আপনাদের নাটকের ভাষায় যাকে বলে, আমার চরিত্রটা দানাই বাঁধেনি। আমি স্টেজে আসতে চাইনি। নাট্যকারের খোঁজে আমার কোন দরকার নেই। এদের সঙ্গে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগে। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাচ্ছি।….

বাবা॥ তুমি এখানে এসে সত্যিসত্যিই এরকম ব্যবহার করবে জানলে—

ছেলে॥ আমি কি রকম ব্যবহার করবো, সে তো তোমাদের একশোবার বলেছি। তবু তোমরা আমাকে জোর করে এখানে এনেছো। আমার কথা কোনদিন তুমি বুঝতে চাওনি—বুঝতে চাওনা। দু'বছর বয়সে আমার মা'র কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছো —কেননা 'নীতিগতভাবে' তুমি বিশ্বাস করো এতে ছেলেমেয়েদের ভালো হয়। আমার দিকটা ভেবেছ সেদিন ? দশ বছর ধরে শুধু মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে আর টাকা পাঠিয়েই, তুমি মনে করেছো ছেলের ওপর বাবার দায়িত্ব পালনে তোমার কোন ত্রুটি

নেই। হয়তো এ ব্যাপারেও তোমার কোন একটা 'নীতি' আছে। মা'র কথা কোনদিন বলেছো আমাকে? আমি কি তোমাকে হাজার দিন জিজ্ঞেস করিনি—

বাবা॥ আঃ চুপ করো, তোমার মা কাঁদছেন—

মেয়ে॥ কি সবসময় বোকার মতো ছিঁচকাঁদুনি কাঁদো মা—চুপ করো না!

বাবা॥ (একটু হেসে ম্যানেজারকে) ছেলের ব্যাপারে যে ওর মা কাঁদে সেটুকুও মেয়েটি সহ্য করতে পারে না। (ছেলেকে দেখিয়ে) ও বলছে এ ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই—

ছেলে॥ না, নেই—

বাবা॥ কিন্তু আসলে ও-ই হচ্ছে নাটকটার পরিণতির জন্যে দায়ী। তার মানে নাটকটার ভিত্তিই হলো ও।....ওই বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকান, ও সব সময় কেমন একটা অদ্ভুত ভাব করে এদিকে তাকায়। একটাও কথা বলে না। কেন জানেন? শুধু (ছেলেকে দেখায়) ওর জন্যে। ওর ভয়ে। ওর ব্যবহারে. যতো বাচ্চাই হোক, কিছু কিছু ব্যাপার তো ও বোঝে। বোঝে ওকে কেউ ভালবাসে না। না মা, দিদি, না আমরা কেউ। এই তো ওর বয়েস! মৃত্যুর তীব্র করুণ রহস্য ওর মনকে নিষ্ঠুর আঘাত করবেই তো। ওর বাবার মৃত্যু, তারপর আমাদের ব্যবহার ওকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। ও বুঝে নিয়েছে, ও বাঁচুক তা বোধহয় আমরা কেউ চাই না ....অথচ সারা পৃথিবীতে ওকে সবচেয়ে ভালবাসতো যে মানুষটি

···· সে আর কোনদিন ফিরবে না····ওর বাবা····হয় তো জীবনের পরপারে—

ম্যানেজার ॥ ঠিক আছে। ওকে নাটকটা থেকে বাদ দিয়ে দেব। এ বয়েসি লেণ্ডীগেণ্ডী নাটকে বড়ো ঝামেলা বাধায়। এ্যাও করতে বললে অও করে দেয়—

বাবা ॥ হ্যাঁ, ও খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে। বড্ডো বেশী তাড়াতাড়ি। নাটকে মানুষ যেমন আচম্‌কা চলে যায়, তেমনি। আর এই ছোট্ট মেয়েটাও।····এই মেয়েটাই মারা যাবে সবার আগে।····তাহলে নাটকটা দাঁড়ালো,····বুঝতে পারছেন তো? ওদের বাবা মারা যাবার পর আমার বাড়িতে ফিরিয়ে আনলাম ওদের।····তারপর আমি আর আমার স্ত্রী সেই ঘটনার পর থেকে আর কোনদিনই সহজ হতে পারলাম না।····আমার ছেলে ঐ মেয়েটিকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, কিছুতেই ভালবাসতে পারে না ওর মাকে····ওর সমস্ত মাতৃত্ব দিয়ে এখন ভালবাসে শুধু ওর মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত প্রথম ছেলেকে—আর····সবদিক থেকে অনাদৃত ঐ বাচ্চা দুটো····প্রথমে ওই ছোট্ট মেয়েটা মারা যাবে আমার বাড়ির বাগানে, বাড়ির ভাঙা কার্ণিশ থেকে পড়ে, আর সেইদিনই প্রায় তক্ষুণি ঐ ছেলেটা আমার বন্দুকটা লুকিয়ে এনে আত্মহত্যা করবে বাগানে····ঐ মেয়েটি আমার বাড়ির অসহ্য পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে—বেছে নেবে পতিতাবৃত্তি—বাকী থাকবো আমরা তিনজন—আমি, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে—তারপর জীবন বৃত্তে আমাদের পরিক্রমা চলবে

অনন্তকাল ধরে—পরস্পরের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাবো আমরা নিপীড়িত মানবসত্তা—এই আমাদের নাটক—

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ, মশাই, আপনার কথা শুনে ভারী আনন্দ হলো—সত্যি দারুণ একটা নাটকীয়তা আছে আপনাদের গল্পে—বোধহয় বেশ একটা জমাট নাটক হয় আপনাদের নিয়ে—

মেয়ে ॥ (এগিয়ে এসে) হ্যাঁ ! বিশেষ করে আমার মতো চরিত্র যখন রয়েছে, তখন দেখুন না একবার চেষ্টা করে—

বাবা ॥ থামো, ওঁকে ভাবতে দাও।

[উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজারের দিকে এগিয়ে এসে ম্যানেজারের সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।]

ম্যানেজার ॥ (আপন মনে) হুম্‌····ব্যাপারটা ফাঁদতে পারলে ভালোই দাঁড়াবে মনে হচ্ছে····

বাবা ॥ অন্ততঃ একেবারে নতুন জিনিস তো বটেই···

ম্যানেজার ॥ নতুন ? কি বললেন নতুন ? নতুন মানে আশ্চর্য ! যাই বলুন মশাই, আপনাদের বাহাদুরী আছে, এরকম জোর করে এখানে ঢুকে পড়ে গোড়াটাই বড্ড ঘেবড়ে দিয়েছিলেন····

বাবা ॥ আমরা জানতুম, আমরা যে নাটকের জন্যেই এখানে এসেছি—একথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন।

ম্যানেজার ॥ আপনারা এ্যামেচার আর্টিস্ট-ফার্টিস্ট নন তো মশাই ?

বাবা ॥ না, নাটকের জন্যে এখানে এসেছি। মানে····

ম্যানেজার ॥ এই তো আবার গুলিয়ে দিলেন। মানে আপনারা কি এ লাইনে পুরোনো ? না কী ? ব্যাপারটা····

বাবা॥ আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না যে আমাদের ভূমিকাই আমাদের অস্তিত্ব?

ম্যানেজার॥ (কিছু না বুঝে) এটা আর বুঝতে পারবো না? খুব বুঝেছি—আপনাদের অস্তিত্বই আপনাদের ভূমিকা—

বাবা॥ ঠিক তাই। এই যে আমি····আমার জীবনের উত্তেজনার মুহূর্তগুলোতে আমি একটা আশ্চর্য নাটকীয় আবেশ অনুভব করি নিজের মধ্যে—

ম্যানেজার॥ সেটা ম্যানেজ করে নেবো।····কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে বিসমিল্লায় গলদ—নাট্যকার তো নেই····দাঁড়ান, আমি একজনকে রিং করে দেখি—

বাবা॥ না, আর কেউ না। আমরা চাই আপনিই আমাদের নাট্যকার হোন।

ম্যানেজার॥ আমি নাট্যকার হবো? কি যে বলেন আপনি! আমার চোদ্দপুরুষে কেউ ওসব চাষবাস করেনি—

বাবা॥ আপনিই না হয় শুরু করলেন! ক্যারেকটাররাই তো রয়েছে আপনার সামনে। ঘটনা রয়েছে····আমরাই বলবো আমাদের কথা। আপনি শুধু লিখবেন!

ম্যানেজার॥ তা হয়!····ধ্যুৎ! হয়, না হয় না। আমার বড্ড বানান ভুল হয়।····

বাবা॥ আপনি শুধু নাটকের কাঠামোটা তৈরী করে নিন····

ম্যানেজার॥ আর তারপর ডায়ালগ্ পাবো কোথায়?

বাবা॥ আমরাই 'সিনের পর সিন অভিনয় করে যাবো।···তখন কেউ একজন আমাদের ডায়ালগ্‌গুলো লিখে নেবেন। তারপর

আপনি বসবেন সব কাগজগুলো নিয়ে। নাটকটাকে সাজিয়ে ফেলবেন।

ম্যানেজার ॥ (খুব খুশী হয়ে) ধ্যুৎ, যা থাকে বরাতে! ভীষণ লোভ লেগে যাচ্ছে মাইরি!

বাবা ॥ তাহলে লিখুন!

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ লিখব....আপনি একজন ভদ্রলোক রিকোএস্ট করছেন আর আমি এটুকু পারবোনা? ঠিক আছে।.... ছ'ফর্মার নাটক করবো, জব্বর ছাপাই-বাঁধাই। মূল্য তিন টাকা ....না পৌনে তিন টাকা....আপনারা আমার অফিসে আসুন.... (অভিনেতাদের) আপনাদের দশ মিনিটের রিসেস্ দিলুম, তার বেশী দেরী না হয় যেন।....(বাবাকে) কি জানি কি হবে, কি রকম লাগছে যেন—মনে তো হয় ভালো জিনিসই দাঁড় করিয়ে দেব....

বাবা ॥ ওরা পাঁচজনওতো আমাদের সঙ্গে আপনার অফিসে আসবে?

ম্যানেজার ॥ আসবেন বই কি? নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আসুন, আপনারা আসুন! (অভিনেতাদের) আপনারা সব দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবেন কিন্তু! আসুন!

[ম্যানেজার আর ছ'টি চরিত্র উইংসের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়]

প্রধান অভিনেতা ॥ কি ব্যাপার. কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

তরুণ অভিনেতা ॥ এতো একেবারে ডাহা পাগলামো। ওঁর কি ধারণা যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা নাটক তৈরী হয়ে যাবে?

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ মিঃ ঘোষ যদি মনে করেন যে এরকম ভাঁড়ামিতে আমি পার্ট করবো, তাহলে খুব ভুল করেছেন—

তরুণ অভিনেতা ॥ আমিও বাবা এর ভেতরে নেই—

প্রধান অভিনেতা ॥ আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে এরা কারা।—

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ আপনাদের কি মনে হয়?

তরুণ অভিনেতা ॥ সব রাঁচীর গরম-গরম আমদানী।

প্রধান অভিনেতা ॥ কি জানি বাপু, খুব খাতির করে তো আবার অফিসে নিয়ে গেল!

তরুণ অভিনেতা ॥ মজা মন্দ নয়। লম্বুদার নাট্যকার হওয়ার শখ হয়েছে।

স্টেজ ম্যানেজার ॥ এ রকম কথাতো বাপের জন্মে শুনিনি—

বদ্যিনাথ ॥ রসিকতা করতাসে বোধায় মাইরি।

প্রধান অভিনেতা ॥ দেখা যাক্ শেষ-অব্দি কি হয়।

তরুণ অভিনেতা ॥ এই বদ্যিনাথ, আমরা চা খেয়েই ফিরছি····

[এই রকম কথাবার্তা বলতে বলতে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চ থেকে চলে যায়। পর্দা ওঠানোই থাকে। দশ মিনিটের জন্যে নাটকের অভিনয় বন্ধ থাকে।]

*　　　*　　　*

[ঘণ্টা বেজে ওঠে অভিনেতাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য। অভিনয় এক্ষুণি শুরু হবে।]

মেয়ে ॥ (সঙ্গে ছোট মেয়েটি ও ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ম্যানেজারের অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। স্টেজে ঢুকতে ঢুকতে চিৎকার করে ওঠে) না—না—না— চোখের সামনে আমার নিজের ভাই-

বোন মরে যাবে এ আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। না....
(বাচ্চা মেয়েটির দিকে ঘুরে, তাকে নিয়ে এগিয়ে আসে) চলে আয়রে—চল, আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবি....

[বাবা ম্যানেজারের অফিস থেকে স্টেজে এসে ঢোকেন। উত্তেজিত ভাব। ম্যানেজার তার পেছনে ঢোকেন]

বাবা॥ আর একবার অফিসে এসো তো এক মিনিট। আমরা মোটামুটি ব্যবস্থা সেরে ফেলেছি।

ম্যানেজার॥ (উত্তেজিত কণ্ঠে)... আপনি একটু এদিকে আসবেন ? নাটকটার দু-একটা জিনিস ঠিক করে নিতুম তাহলে।

মেয়ে॥ উঃ ভগবান ! নাটকটার সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল।....নাটকটা তাহলে হবেই। তবে আর শুধু শুধু....

[বাবা, ম্যানেজার আর মেয়ে অফিসের দিকে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলে আর মা অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন।]

ছেলে॥ (পেছন ফিরে অফিসের দিকে তাকায়) ওআণ্ডারফুল ! ওরা সবাই ভাবছে আমার যেন হাত-পা বাঁধা....আমি যেন এখান থেকে চলে যেতে পারবো না।....

[মা বড় ছেলের চোখের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। বড় ছেলে একটু দূরে সরে যায়। মা আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েন। ছোট ছেলেটি ও ছোট মেয়েটি মা'র কাছে সরে আসে। মা বড় ছেলের দিকে তাকান ও কথা বলার চেষ্টা করেন।]

মা॥ মাগো, এ নাটক যে আমার পক্ষে কত বড়ো শাস্তি ! (বড়ো

ছেলেকে তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ করতে না দেখে) ভগবান !···· পৃথিবীতে কেউ বোঝে না, ছেলেই যদি মার দুঃখু না বোঝে তাহলে আর কাকেই বা বলি ? ····হ্যাঁরে, আমাকে এত কাঁদিয়েও তোর শান্তি নেই, একবারও আমার দিকে ফিরে চাইবি না ? এত নিষ্ঠুর তুই ? আমি না তোর মা !

ছেলে ॥ (অনেকটা নিজের মনেই অথচ মা বুঝতে পারে এমন ভাবে) নাটক ! রিআলিজম্ ! নোংরামিকে জাহির করাই যেন যত রিআলিজম্····বাবা এমন একটা অন্যায় করেছেন—যার সীমা নেই, তাই তিনি নাটকটা করার ব্যাপারে সবাইকে ইন্‌সিস্ট করেছেন। এ নাটকটা না হলে তিনি নিজেকেই নিজে ক্ষমা করতে পারছেন না। তিনিও যে সবার মতন ভাল-মন্দে মেশানো একজন সাধারণ মানুষ—তিনি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় করছেন সেটা নেহাৎই এক্সিডেণ্ট : যে কোন মানুষই তাঁর অবস্থায় পড়লে এরকমই করতো---এটা প্রমাণ করার জন্যেই তিনি নাটকটা করার ব্যাপারে এত উৎসাহী। তার মানে, এ নাটকটা যাতে পুরোপুরি তাঁর আত্মশুদ্ধির দলিল হয়ে ওঠে, সে জন্যে তাঁর চেষ্টার কসুর নেই।····অথচ বাবা বুঝতেই পারছে না, তাঁর সমস্ত ইনটেলেকচুয়াল লজিকটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা জায়গায়—তিনি যা করেছেন সেটা ততটা অন্যায় হয়নি,—যতটা অন্যায় হয়েছে তাঁর ধরা পড়ে যাওয়াটা। চিরকাল ধরে তাঁর নীতিবোধের কোন হেরফের হয়নি—একথা বলে তিনি এখনো ভালোমানুষ সাজতে চান।···· আর ছেলে হয়ে আমাকে নিজের বাবার চরিত্র স্খলনের সাফাই

গাইতে হবে। আমারই মা যে আমার বাবার সংসার ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করছে—এই লজ্জা, এই ঘেন্না, এই নোংরামি মেনে নিয়েও, বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমাকে নাট্যকার খুঁজে বেড়াতে হবে, যাতে তিনি দয়া করে আমাদের জীবন নিয়ে একটা নাটক লেখেন। আশ্চর্য!…

[মা দুহাতে মুখ ঢাকেন। ড্রেসিংরুম, উইংস দিয়ে অভিনেতারা, স্টেজম্যানেজার, ও প্রম্পটার ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার, বাবা এবং মেয়েও অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন !]

ম্যানেজার॥ আচ্ছা….গেট রেডি এভ্‌রিবডি !….আর ওহে মাখন !

মাখন॥ আজ্ঞে !

ম্যানেজার॥ এক্ষুণি স্টেজে একটা দোকানের সেট লাগাও। ঘরের দুপাশে দুটো দরজা। এক্টরস্ রাইট-এ যে দরজাটা থাকবে, তার গায়ে ভেতরে নামবার একটা সিঁড়ি….

[স্টেজ-ম্যানেজার সেট-এর ব্যবস্থা করতে দৌড়ে যায়। জিনিসপত্র নিয়ে আসতে থাকে। ম্যানেজার, স্টেজ-ম্যানেজার, বৈদ্যনাথ আর প্রম্পটারের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন।]

ম্যানেজার॥ ….ভালো কথা, বৈদ্যনাথ, আমাদের স্টকে কোন সোফা বা ডিভান আছে ?

বদ্যিনাথ॥ আইজ্ঞা, আসে একখান্ ! হবুজ….

মেয়ে॥ না না, সবুজ হলে চলবে না। ওটা ছিল হলদে ফুলের নক্সা কাটা। বেশ বড় সোফা।

বদ্দিনাথ ॥ আমাগো তো ঠিক ঐরকম কিসু নাই।

ম্যানেজার ॥ তাতে কিছু ক্ষতি হবে না আমাদের যেটা আছে ওটাতেই কাজ চলবে।

মেয়ে ॥ ক্ষতি হবে না? ওটাই তো হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী।

ম্যানেজার ॥ আঃ, আচ্ছা জ্বালাতন তো, বিরক্ত করছেন কেন!.... দেখছেন তো আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি (স্টেজ-ম্যানেজারকে) আচ্ছা, মাখন, ব্যাক-গ্রাউণ্ডে একটা জানালা লাগাবে....

মেয়ে ॥ আর কাঠের কাউণ্টার। চকচকে পালিশকরা কাঠের কাউণ্টার। তার ওপরেই তো থাকবে ফিকে নীল রঙের খামে একশোটা টাকা।

বদ্দিনাথ ॥ (ম্যানেজারকে) আমাগো তো হেই চকচইক্যা টেবুলখান আসে—

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাতেই চলে যাবে।

মেয়ে ॥ কিন্তু কাউণ্টার—

ম্যানেজার ॥ আঃ, থামুন দিকি আপনি। কাজের সময় ডিস্টার্ব করছেন কেন?

বাবা ॥ একটা আয়নাও দরকার।

মেয়ে ॥ আর লালরংয়ের পর্দা, সেটা না হলে চলবে কি করে?

স্টেজ ম্যানেজার ॥ (মেয়েকে)....আচ্ছা আমাদের কাপড়-চোপড় ঝোলাবার জন্যে কয়েকটা হ্যাঙার লাগবে না?

মেয়ে ॥ হ্যাঁ, অনেকগুলো, তা প্রায়—

ম্যানেজার ॥ (বঙ্কিনাথকে)—যাও আমাদের স্টকে যে কটা হ্যাঙার আছে, সবগুলোই নিয়ে এসো।

বঙ্কিনাথ ॥ সবগুলোই তো, আইচ্ছা।

[তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করতে চলে যায়। ফিরে এসে জিনিসপত্র ঠিক করে রাখতে থাকে।]

ম্যানেজার ॥ (প্রম্পটারকে)—তুমি একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসো। আর শোনো, এই কাগজগুলোতে কি রকমভাবে সিনগুলো এ্যারেঞ্জড্ হবে সব নোট করা আছে, ধরো (কাগজগুলো দেন)....আচ্ছা একটা কাজ করতে পারবে ?

প্রম্পটার ॥ ডায়লগগুলো টপ্ টপ্ লিখে নিতে হবে বলছেন তো ?

ম্যানেজার ॥ (আনন্দ ও বিস্ময়ে) ঠিক ধরেছো। কি করে বুঝলে ?

প্রম্পটার ॥ বুঝেছি....আচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখে নেবো।

ম্যানেজার ॥ বাদসাদ যেন না যায়।

প্রম্পটার ॥ যাবারই কথা। তবে যাতে না যায় চেষ্টা করবো। স্পীডে লেখার সুনাম আছে আমার।

ম্যানেজার ॥ ঠিক আছে। বহুৎ আচ্ছা! যাওতো অফিস থেকে কয়েকটা ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে এসো তো। কুইক্।

[প্রম্পটার তাড়াতাড়ি অফিস থেকে কয়েকটা কাগজ নিয়ে আসে।]

ম্যানেজার ॥ (প্রম্পটারকে)....তুমি সমস্ত সিনগুলোকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবে, আর আসল জায়গাগুলো নোট করবে।

(অভিনেতাদের)····আপনারা সবাই ওই দিকটায় গিয়ে বসুন, আর যা যা হচ্ছে সব মাইনিউটলি মার্ক করুন।

প্রধান অভিনেতা॥ কিন্তু আমরা····

ম্যানেজার॥ (বক্তব্য আঁচ করে)—ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের কিছু করতে হবে না।

প্রধান অভিনেতা॥ তার মানে ?

ম্যানেজার॥ মানে কিছু করতে হবে না। এখন আপনারা শুধু সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে মার্ক করুন। এর পরে আপনাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট লিখে দেওয়া হবে। এখন প্লে-টা করচেন ওঁরা।

বাবা॥ (একেবারে হতভম্ব হয়ে)····তাহলে কি····তাহলে কি এটা আমাদের রিহার্সাল হবে ?

ম্যানেজার॥ মানে ওঁদের জন্য রিহার্সাল।

বাবা॥ কিন্তু আমরাই যখন ক্যারেকটার্স—

ম্যানেজার॥ হ্যাঁ, ক্যারেকটার্স—। আপনারা যখন বলছেন ক্যারেকটার্স, নিশ্চয়ই ক্যারেকটার্স। কিন্তু মশাই, আমাদের এখানে ক্যারেকটার্সরা তো প্লে করেন না····প্লে করেন আর্টিস্টরা। ক্যারেকটার্সরা থাকেন বইয়ে। স্টেজে আসতে হয় তো আর্টিস্টদের।

বাবা॥ তা ঠিক।····কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আর্টিস্টরা ক্যারেকটার নন। ওঁরা যতই ক্যারেকটার হোন না কেন, আই মিন হবার চেষ্টা করুন না কেন, আর্টিস্টরা তো কখনই ক্যারেকটার নন। ধরুন অডিএন্স যদি ক্যারেকটারদেরই স্টেজ-এ দেখতে পান—

ম্যানেজার ॥ সেও একটা খাসা স্টাণ্ট হয়।

বাবা ॥ শুধু স্টাণ্ট হয় ? আর কিছু নয় ? কি বলছেন আপনি ?

ম্যানেজার ॥ না-না, বলছি সেটাও বেড়ে হয়—

প্রধান অভিনেতা ॥ তাহলে ওঁরাই এ্যাক্টিং করুন। আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো ?

ম্যানেজার ॥ আরে দূর মশাই—দাঁড়ান না। (বাবার দিকে ফিরে) তা, মশাই মানলুম। আপনারা ক্যারেকটার, কিন্তু ক্যারেকটার হলেই যে ভাল আর্টিস্ট হবে তার তো কোন মানে নেই—ধরুন শাজাহান কি অহীনবাবুর মত এ্যাক্টিং করতে পারতেন ?

[অভিনেতারা হেসে ওঠে।]

ঐ দেখুন আপনার কথা শুনে ওঁরা হাসছেন।····যাক্‌গে এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে রোলগুলো সিলেক্ট করে ফেলা। (দ্বিতীয় প্রধান অভিনেত্রীকে) আপনি মা'র রোলটা করবেন বুঝলেন ! (বাবাকে মা'র দিকে দেখিয়ে) ওঁরতো একটা নাম দরকার।

বাবা ॥ ওঁর নিজের নাম যা, নাটকের সেই নামই থাক না।

ম্যানেজার ॥ আহা ওটাতো গেল ওঁর আসল নাম, গল্পে তো লোকে সাধারণতঃ আসল নামটা চেপে যায়—

বাবা ॥ না-না, এটাই যখন ওর আসল নাম তখন····তবে যদি (দ্বিতীয় প্রধানা অভিনেত্রীকে দেখিয়ে) অন্য কিছু নাম ভাল লাগে তবে তাই দিন—আমি তো আমার স্ত্রীর ঐ একটা নামই জানি (ক্রমেই হতভম্ব হয়ে যেতে থাকেন)····আমি যে কি বলবো—কিছুই বুঝতে পারছি না। এর মধ্যেই আমি যেন

কেমন ফিল করছি যে—আমার ক্যারেকটারটা কেমন যেন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজার॥ সেজন্য আপনি কিস্যু ঘাবড়াবেন না। মিথ্যেকে সত্যি করার দায়িত্ব আর্টিস্টদের....আচ্ছা আগে ওঁর নামের ব্যাপারটা—ওটা আশালতা থাক!....আপনি যদি চান তো আরও অনেক ভাল ভাল নাম সাজেস্ট করতে পারি আমি.... আচ্ছা এখন বাকী পার্ট গুলো সিলেক্ট করতে হবে....(প্রধান অভিনেতাকে) আপনি ছেলের পার্ট টা করবেন। (প্রধানা অভিনেত্রীকে) তুমি করবে মেয়ের পার্ট টা।

মেয়ে॥ কি আমি ঐ মেয়েটা? (হাসিতে ফেটে পড়ে)

ম্যানেজার॥ (রেগে) এতে খিক্‌খিক্‌য়ের কি হলো?

প্রধানা অভিনেত্রী॥ আমাকে ঠাট্টা করার স্পর্দ্ধা আজ পর্যন্ত কারোর হয়নি। আমার সঙ্গে এরকম অভদ্র ব্যবহার করলে আমি এখান থেকে চলে যাব।

মেয়ে॥ না-না, আপনি কিছু মনে করবেন না। বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে ঠাট্টা করছি না।

ম্যানেজার॥ (মেয়েকে)—জানেন, উনি হচ্ছেন এখন বাংলা দেশের উঠতি হিরোইন! বছর দুয়েক বাদে একটু শাঁষে-জলে পড়লে ওঁর রেটটা কতো হবে আন্দাজ করতে পারেন? উনি যে গোড়াতেই আপনার রোলটা করতে আপত্তি করে বসেননি এজন্যে আপনার কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত!

মেয়ে॥ (প্রধানা অভিনেত্রীকে)....আবার বলছি, বিশ্বাস করুন আপনাকে ঠাট্টা করার জন্য হাসিনি। আমার মজা লাগছে এই

ভেবে যে আপনি কি করে 'আমি' হয়ে যাবেন? আপনার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই!

বাবা॥ ঠিক তাই। এইটেই তো আসল কথা। আমাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের সত্তা—

ম্যানেজার॥ আপনি কি মনে করেছেন যে আপনাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য, সত্তা—ঐ সবগুলোর ঠিকাদারী নিয়েছেন শুধু আপনারাই?

বাবা॥ আমাদের সত্তা কি কেবল আমাদের নয়? আমাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য কি আমরা ছাড়া আর কারোও থাকতে পারে?

ম্যানেজার॥ আলবৎ পারে। পারে না?····ঐ সত্তা, আত্মিক বৈশিষ্ট্য, সবই তো এই স্টেজ-এ পোর্ট্রেড হয়, সেগুলো করে কারা—আর্টিস্ট-এরাই তো। আর আমার এই আর্টিস্ট-এরা আপনাদের ক্যারেকটার-এর থেকে অনেক কড়া কড়া ক্যারেকটার তুড়ি মেরে পার করে দিয়েছেন। আপনাদের এই নাটক যদি ওৎরায়, তাহলে এঁদের জন্যই ওৎরাবে জানবেন।

বাবা॥ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, যে আমাদের চোখের সামনে আমাদের চেহারা আমাদের মুভমেণ্ট আর কেউ—

ম্যানেজার॥ (কথায় অধৈর্য হয়ে বাধা দিয়ে) কি বিপদ—মেকআপ-ম্যানকে কি জামাই করবো বলে পুষে রেখেছি? মেকআপ নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে মশাই—মেকআপে সব····

বাবা॥ কিন্তু আমাদের গলার স্বর! আর—

ম্যানেজার॥ দেখুন, আপনারা ঠিক ঠিক যে রকমটি চান সে রকমটি

তো কস্মিনকালেও হয় না—হতে পারে না—হবে না। এ ব্যাপারেও আর্টিস্টদের ওপর ডিপেণ্ড করতেই হয়। যত ফালতু তক্ক—

বাবা ॥ বুঝেছি, আপনার আর্টিস্টেরা খুব বড় দরেরই আর্টিস্ট হয়ত···· কিন্তু যখনই মনে হচ্ছে যে আমার ক্যারেকটারটা পেণ্ট করবেন—

ম্যানেজার ॥ (প্রধান অভিনেতাকে দেখিয়ে)—উনি। দেখবেন ফাটিয়ে দেবেন আপনার রোল।

বাবা ॥ তবু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—ওঁর ক্যারেকটার তো ওঁর নিজের····আর আমার ক্যারেকটার আমার নিজের। ওঁর যতই ট্যালেণ্ট থাক্—উনি কি করে আমার ক্যারেকটারে ট্রান্সফর্মড্ হবেন ?

প্রধান অভিনেতা ॥ ঐ ট্যালেণ্ট-ফ্যালেণ্ট কি যে বলেন।

[লজ্জিত হন।]

বাবা ॥ উনি যতই মেকআপ নিন, ওঁকে কি কখনও আমার মত দেখাবে ?

তরুণ অভিনেতা ॥ (ঠাট্টা করে) ঐ সামনের টাকটা একটু ধ্যাড়াবে বটে !

[অভিনেতারা সবাই হেসে ওঠেন]

বাবা ॥ হাসছেন কেন ? এই কথাটাই তো এতক্ষণ আমি বলতে চাইছি। উনি আমাকে যা মনে করেছেন আমাকে যে রকম বুঝতে চাইছেন—ওঁর সেই বোঝা, সেই মনে করা কি আমার বোঝা, আমার মনে করার সঙ্গে মিলতে পারে ? এটা কি খুব

এ্যাবসার্ড না ? আমাদের এই নাটকের ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ করবেন যাঁরা—তাঁদেরকেও কি আপনারা তাহলে এই মূল অসুবিধেটার মধ্যে ফেলে—

ম্যানেজার ॥ খেয়েছে ! আপনি এর মধ্যেই আবার ক্রিটিকদের কথাও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছেন ? মরুকগে যা খুশি ভাবতে থাকুন—আমরা আর সময় নষ্ট করতে পারবো না। নাও হে কাজ শেষ কর। (চারিদিকে দেখে)···গেট রেডি ফ্রেণ্ডস্‌, গেট রেডি। (মেয়েকে) আচ্ছা একবার দেখে নিন ; সেটটা ঠিক হয়েছে তো ? এই সেটে চলে যাবে, কি বলেন ?

মেয়ে ॥ সেটটা তো একেবারেই হয়নি।

ম্যানেজার ॥ একেবারে হবে কি ? মানে আপনাদের সেই বনোয়ারীলালের দোকানটা কেটে এনে হুবহু স্টেজে বসিয়ে দেওয়া হবে ? (বাবাকে) আপনিই তো অফিসে বসে বললেন, এই রকম দেওয়াল—মাঝে মাঝে এই রকম নক্সা কাটা—

বাবা ॥ হ্যাঁ—

ম্যানেজার ॥ তাই তো হয়েছে।—আর ফার্নিচার-টার্নিচারগুলোতে মোটামুটি আপনাদের কথামতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে—আচ্ছা ঐ ছোট টেবিলটা একটু সামনে এগিয়ে দাওতো—বদ্যিনাথ, দেখোতো, একটা খাম পাও কিনা—সম্ভব হলে ফিকে নীল রংয়ের—পেলে নিয়ে এসে (বাবাকে দেখিয়ে) এই ভদ্দরলোকের হাতে দাও—

বদ্যিনাথ ॥ (পেছনের জানালা থেকে) সাধারণ সাইজের খাম হলেই চলবে তো

ম্যানেজার ॥ ওরে বাবা, এ যে শালা ভেতরের লোকের জেরায় পড়লুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাধারণ সাইজের হলেই চলবে।

বদ্যিনাথ ॥ অখনই আন্‌তাছি। [জানালা থেকে সরে যায়]

ম্যানেজার ॥ গেট রেডি এভরিবডি। ফার্স্ট সিন শুরু হচ্ছে। ফার্স্ট সিনে থাকবেন তরুণী ভদ্রমহিলা আর (প্রধানা অভিনেত্রী এগিয়ে আসে) না-না আপনি না, আপনি এখন ওয়েট করুন। (মেয়েকে) আপনি আসুন। (প্রধানা অভিনেত্রীকে)....আপনি একে খুব ভাল করে ফলো করুন।

মেয়ে ॥ ভাল করে দেখুন আমি কেমন করে অ্যাক্টিং করি!

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ আমি কি আপনার চেয়ে খারাপ অ্যাক্টিং করবো নাকি?

ম্যানেজার ॥ ধ্যাৎ, কচুপোড়া—কি হচ্ছে এসব। এ....এ ধরনের ফালতু আলোচনা করে কিছু লাভ আছে? (প্রম্পটারকে)....নোট করো—'প্রথম দৃশ্য বনোয়ারীলালের দোকান, তরুণী মহিলা ও বনোয়ারীলাল।' (হঠাৎ খেয়াল হতে)....ওরে গুঁতো! আপনাদের বনোয়ারীলালকে কোথায় পাওয়া যাবে?

বাবা ॥ সে তো আমাদের সঙ্গেই নেই।

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ, তাহলে এখন উপায়টা কি হবে?

বাবা ॥ কিন্তু সেও তো আমাদের নাটকের একটা ক্যারেকটার।

ম্যানেজার ॥ তাতো বটেই, কিন্তু তিনি কোথায়?

বাবা ॥ এক মিনিট! (অভিনেত্রীদের দিকে তাকিয়ে) দয়া করে আপনার ভ্যানিটি ব্যাগটা একটু দেবেন?

তরুণ অভিনেতা ॥ (বিস্মিত ও কৌতুকান্বিত হয়ে) ভ্যানিটি ব্যাগ! মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে আপনি কি করবেন ?

ম্যানেজার ॥ হ্যা, মশাই, মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ লাগবে কোন কম্মে ?

বাবা ॥ কিছু না। আমি শুধু কিছুক্ষণের জন্যে এটাকে সেট-এ রাখবো। তাই ছিল কিনা। (প্রধানা অভিনেত্রীকে) আর আপনি যদি কাইণ্ডলি ক্লোকটা খুলে দেন---

তরুণ অভিনেতা ॥ ক্লোকটা খুলে দিতে হবে ? এ ভদ্রলোক পাগল নাকি ?

প্রধান অভিনেত্রী ॥ ক্লোক নিয়ে আপনি করবেন কি ?

বাবা ॥ কিছুক্ষণের জন্যে এটাকেও পাশে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, না হলে চলবে না বিশ্বাস করুন '

[অভিনেত্রীরা ভ্যানিটি-ব্যাগগুলো আর ক্লোকটি খুলে ঝুলিয়ে দেয়]

তরুণ অভিনেতা ॥ আচ্ছা দেখা যাক্ শেষ অব্দি।

বাবা ॥ তবু তো একেবারেই শাল-রিপেআরিং-এর দোকানের মতো দেখাচ্ছে না। তাছাড়া ঘরে ছিল সবুজ রংয়ের আলো।

ম্যানেজার ॥ এখনকার মতো ফোকাসেই কাজ চালাতে হবে। লাইট ....তাছাড়া রিহার্সালে সেটটা হুবহু হবার দরকার কি ?

বাবা ॥ আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। এ রকম তো হতে পারে যে বনোয়ারীলালের দোকানের ভেতরের ঘরটার মতো করে যদি সেট্টা সাজিয়ে ফেলি, তাহলে হয়তো সে নিজেই এখুনি চলে আসবে—

[সবাই সেটের পর্দাওয়ালা দরজাটার দিকে দেখে।]

দেখুন, দেখুন, তার আগেই ও এসে গেছে—

[বনোয়ারীলাল ধীরে ধীরে ঢোকে। একটু বয়স্ক চেহারা, মধ্যে একটা হাস্যকর আড়ম্বর—হাতে একটা গজকাঠি।]

মেয়ে॥ (ওর দিকে দৌড়ে গিয়ে) বনোয়ারীভাইয়া....এই তো, এইতো তুমি !

বাবা॥ ওই দেখুন বনোয়ারীলাল—আমি বলিনি আপনাদের—ও চলে আসতে পারে।

ম্যানেজার॥ (বিস্ময় দমন করে—ক্রুদ্ধ হয়ে)... এটা কি ধরনের চালাকি।

প্রধান অভিনেতা॥ (সঙ্গে সঙ্গে)....এর পরে আরো কি দেখতে হবে আমাদের ?

তরুণ অভিনেতা॥ এ লোকটা কোত্থেকে এলো মাইরি ? উইংস-এর পাশে চুপিচুপি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল না কি ?

বাবা॥ এক্সকিউজ মী—সিচুএশন তৈরী হলেই তো ক্যারেকটার আসে। এই যে সেট, জিনিসপত্র, আমরা ক্যারেকটারস্ আর সবুজ আলো, স্টেজের এই জাদুর টানে বনোয়ারীলাল কি সত্যি সত্যিই এখানে হাজির হতে পারে না ? এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে, এই নাটকে বনোয়ারীলালের থাকার অধিকার আপনাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশী !—তার মতো নাটকীয় চরিত্রের উপস্থিতিকে তাহলে আপনারা....শুধু-শুধু একটা চালাকি বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন কেন ?....আপনাদের মধ্যে কে বনোয়ারীলাল জানিনা, যিনিই হোন না কেন তিনি নিশ্চয়ই এই বনোয়ারীলালের চেয়ে বেশী জীবন্ত নন—দেখলেন না—মেয়েটি ওকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো।—আচ্ছা আমরা তাহলে ফার্স্ট সিনটা শুরু

করতে পারি।....ঐ দেখুন আরম্ভ হয়ে গেছে ফার্স্ট সিন—।

[বাবার কথা এবং অভিনেতাদের বাধা সত্ত্বেও তরুণী ভদ্রমহিলা ও বনোয়ারীলালের দৃশ্যটির অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। খুব ধীরে ও স্বাভাবিক ভাবে তাদের অভিনয় হচ্ছে। ঐ অভিনয় মঞ্চের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—কাজেই যখন বাবার কথামতো অভিনেতারা ওদের দিকে দৃষ্টি দেয় বনোয়ারীলাল তখন মেয়েটির চিবুক ধরে মাথাটিকে তুলে ধরেছে আর ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলছে। প্রথমে অভিনেতারা আগ্রহ করে কিন্তু কথাবার্তা না শুনতে পেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে।]

ম্যানেজার॥ ও কি? ওকি হচ্ছে? ওরা কি বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে?

প্রধান অভিনেতা॥ কথা তো শোনা যাচ্ছে না।

তরুণ অভিনেতা॥ লাউডার প্লিজ!

মেয়ে॥ (চটুল ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে)....লাউডার? কি বলছেন আপনারা? আমাদের কথাবার্তা কি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলবার মতো....হয়তো জিজ্ঞেস করবেন তাহলে (বাবাকে দেখিয়ে)—ওঁর সঙ্গে কেন চিৎকার করে কথাবার্তা বলেছি। সেটা বলেছি ওঁকে অপমান করার জন্যে—ওঁকে লজ্জা দেবার জন্যে—প্রতিশোধ নেবার জন্যে....কিন্তু বনোয়ারীভাইয়ার বেলায় তো চিৎকার করলে চলবে না।

ম্যানেজার॥ বুঝলুম! কিন্তু পাবলিক শুনতে পায় এরকম জোরে তো হবে? আমরা স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা

শুনতে পাচ্ছি না....ভাবেন তো এরকম ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বললে—পাবলিকের হাতে পড়ে অডিটোরিআমের চেয়ারগুলোর কি হাল হবে !....থাকগে আপনি ভেবে নিন্‌ যে এখানে আছেন আপনারা দুজনেই, নিয়ে জোরে কথা বলুন।

[মেয়ে চটুল অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।]

না মানে কি ?

মেয়ে ॥ (রহস্যময় ভঙ্গিতে বনোয়ারীলালকে দেখিয়ে)....বনোয়ারীভাইয়া যদি জোরে কথা বলে তাহলে ঐ সিঁড়ির পাশে চুপ করে একজন আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন ; উনি শুনতে পেয়ে যাবেন যে।

ম্যানেজার ॥ সে কি ! আবার কোন নব-অবতারের আবির্ভাব হবে ?

বাবা ॥ না—আর নতুন কেউ না। আমিই সিঁড়ির পাশে চুপ করে ওয়েট করবো। ও আমার কথা বলছে। বনোয়ারীলাল জানে আমি ওখানটায় আছি ..আমি ওখানে চলে যাই ?

ম্যানেজার ॥ বাবাকে থামিয়ে....স্টেজে ওরকম সামনে দিয়ে ঢোকা যায় মশাই ! উইংস দিয়ে....উইংস দিয়ে ঢুকুন। ওদিক দিয়ে ঘুরে।

মেয়ে ॥ (বাধা দিয়ে)....না না, এখুনি এখুনি এই মুহূর্তে—দেরী হয়ে গেলে নাটকীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে না ?

ম্যানেজার ॥ চেঁচিয়ে....এ মেয়েছেলেকে নিয়ে তো মহাবিপদ হোল ! আপনার আর বনোয়ারীভাইয়ার সিনটা আগে হয়ে যাক—তবে তো—।

মেয়ে ॥ ওতো প্রায় শেষ হয়ে এলো ! এইতো বনোয়ারীভাইয়া

আমাকে যা যা বলছে তা তো আপনারা আন্দাজ করতেই পারেন। ভাইয়া বলছে যে, আজকাল মা আর আগের মত কাজ ভালো করতে পারছে না। এতে ওর খদ্দের বিগড়ে যাচ্ছে—তাই ওর ইচ্ছে থাকলেও ও তাকে পয়সা দিতে পারবে না। তবে আমি যদি কিছু করি, তাহলে ওর কমিশন কেটে নিয়ে সবটাই আমাকে দিয়ে দেবে····

বনোয়ারীলাল ॥ (খুব গম্ভীর চালে)—হ্যাঁ মোসাইরা, বলি কি খোঁকী—ইয়াতে তুর ভালো হবে—তুই মা ভাই বহিন ভুখা মরবে না। তুর বাবার বুখারে দাবাই মিলবে—ভগমান্ তুকে পুণ্য দিবে····

ম্যানেজার ॥ একি! ও এরকম করে কথা বলছে কেন ?

মেয়ে ॥ (হেসে) হ্যাঁ, ও ওইরকম করেই কথা বলে।

তরুণ অভিনেতা ॥ এতো বাবা ডাহা ধীরাজ ভট্‌চায্যির টুকলি।

[সবাই হেসে ওঠে।]

বনোয়ারীলাল ॥ মোসাইরা—হামি এতো বরষ বাংলা মুলুকে আসি—বাংলা হামি জানে।····

ম্যানেজার ॥ বাঃ বাঃ, ঠিক আছে, ওহে বনোয়ারীলাল, তুমি ঐ রকম করেই কথা বলে যাও তো, ঐ রকম করেই বলো—বিউটিফুল হবে। (প্রম্পটারকে) ···দেখো বানান ভুল না হয়। এইরকম একটা ট্র্যাজিক নাটকে বনোয়ারীলালই হবে কমিক রিলিফ।

মেয়ে ॥ সত্যি কি মজার মজার কথা বলে ও—দেখবেন লোকে একেবারে হেসে গড়িয়ে যাবে, যখন ও ঐরকম অদ্ভুত করে বলবে —'এ বহিন! একজন ভদ্দর আদমি তুমার সঙ্গে দেখা করতে

চায়। তুমাদের সংসারের দুখের কথা শুনে বাবু কাঁদে—

বনোয়ারীলাল ॥ খুব বুঢ়া না বহিন! তুর পসন্দ লাগতে পারে। বাবু তোমাকে রাজরাণী করে রাখবে।....

মা ॥ (কেউ তাঁকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলো না, হঠাৎ দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে) বুড়ো হতভাগা....মর্, মর্ তুই—

মেয়ে ॥ মা, মা—মাগো, চুপ করো! শান্ত হয়ে বোসো। ঐ রকম কোরোনা মাগো।

বাবা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ শান্ত হও—শান্ত হয়ে বোসো। উত্তেজিত হয়োনা—বোসো—

মা ॥ না গো,—আমি সইতে পারছিনা; ঐ হতভাগা বুড়োটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখুনি—নইলে আমি ওকে—

মেয়ে ॥ (ম্যানেজারকে)—মা এখানে থাকলে এ নাটক আর একটুও এগোবে না---

বাবা ॥ (ম্যানেজারকে)—বনোয়ারীলাল আর ওদের মা দুজনে কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারবে না, এই জন্যেই, এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝেছেন,—এই জন্যেই বনোয়ারীলাল আর ওদের মা একসঙ্গে আমাদের সাথে আসেনি। ওরা দুজন যদি একসঙ্গে থাকত, তাহলে এ নাটকটা এক ইঞ্চিও এগোতো না···

ম্যানেজার ॥ কোনো ক্ষতি নেই—মোটামুটি একটা খসড়া করে এগুতে পারলেই হয়ে যাবে—(প্রম্পটারকে)—আসল কথাগুলো বাদ না যায়—এই সিনটা শেষ করে ফেলা যাক্!

মেয়ে ॥ (বনোয়ারীলালের দিকে এগিয়ে)—এসো—এসোনা ভাইয়া—

বনোয়ারীলাল ॥ না—না খোঁকী, তুমার মা এখানে থাকলে হামি তুমার সঙ্গে কিছু কোথা বোলতে পারবো না।

মেয়ে ॥ আচ্ছা জ্বালাতন তো—অন্ততপক্ষে সেই ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এসো—শুনছো না, এ সিনটা আমাদের····এখুনি এটা শেষ করে ফেলতে হবে।—কি আনবে না?

বনোয়ারীলাল ॥ না—না—

মেয়ে ॥ আচ্ছা—তাহলে সরে যাও তুমি। দোকানে গিয়ে বসো।

বনোয়ারীলাল ॥ হাঁ-হাঁ—হামি দুকানে যাই। হামার কাম বাকি আসে····আঁঃ? ····খিড়কির দরজা খুলা রইল, হামি পোরে বন্দো কোরে দিব এ খোঁকী, হামার কমিশন দিতে ভুলো না আঁ? থাট্টি পার্সেণ্ট। [বেরিয়ে যায়]

মেয়ে ॥ (বাবাকে)—আপনি এবার আসুন। না-না ওদিক দিয়ে নয়—সোজা চলে আসুন। আচ্ছা।····ধরে নেওয়া গেল—আপনি যেন ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন এখন। বলুন, এবার বলুন····সেরকম সুন্দর করে বলুন তো।····কোটের কলার দুটো তুলে দেওয়া, কপালে অল্প অল্প ঘাম, মুখে কেমন একটু নার্ভাস হাসি—পাদুটো একটু একটু টলছে—চোখে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি—তেমনি সুন্দর করে বলুনতো, 'দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে'—

ম্যানেজার ॥ ব্যাপারটা কি? এখানে ডাইরেক্টারটা কে—আমি না আপনি? (বাবার দিকে তাকিয়ে)—আপনি নার্ভাস হবেন

না—যান যান—কুইক কুইক। দেখবেন আমাদের স্টায়ারকেসটা আবার একটু নড়বড়ে আছে। ঢুকে সোজা চলে আসুন মিডস্টেজ-এ—

[বাবা নির্দেশমতো কাজ করেন। প্রথমে একটা ইতস্তত ভাব, কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে— মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে—অভিনেতারা মন দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে।]

ম্যানেজার ॥ (প্রম্পটারকে) – স্টেডি ! নাও টোকো – টুকে যাও।

বাবা ॥ (এগিয়ে এসে মিষ্টি গলায়) – দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে –

মেয়ে ॥ (মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে বিতৃষ্ণা চেপে) – ভদ্রবাড়ির মেয়ে....

বাবা ॥ (একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ওর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কাছে এগিয়ে যায়) – বাঃ, বেশ দেখতে তো, – এই লাইনে নতুন বুঝি ?

মেয়ে ॥ না পুরোনোই।

বাবা ॥ পুরোনো ? (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখে) যাঃ দেখে টেখে তো তা মনে হচ্ছে না। (উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে – প্রগলভ হাসি হেসে) পুরোনো ? তাহলে এরকম কনে বৌয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, এতে লজ্জা কিসের ? শাড়ীটা গলায় জড়িয়ে আছ কেন, গরম লাগছে না ? – ঈশ এতো ভীষণ ঘেমে গেছো – দাও আঁচলটা সরিয়ে দিই –

মেয়ে ॥ (প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সঙ্গে – তাড়াতাড়ি জড়ানো আঁচলটা সরিয়ে দেয়) না না, আমিই সরিয়ে দিচ্ছি।

মা ॥ (দৃশ্যের অগ্রগতি লক্ষ্য করতে থাকেন। তাঁর পাশে রয়েছে ছোট ছেলে ও মেয়ে। মার মুখে হতাশা, বিষাদ, নানাভাবে ফুটে উঠতে থাকে। মাঝে মাঝে দুহাতে মুখ ঢাকেন)....উঃ মাগো !—

বাবা ॥ (নাটকীয় ভঙ্গিতে)....দাঁড়াও মুখটা মুছিয়ে দিই তোমার— বড্ড ঘেমে গেছো !....এতো সুন্দর দেখতে তোমাকে, আর কি বিচ্ছিরি একটা ব্লাউজ পরেছো, এটা কি তোমার রঙে মানায়?.... এরকম একটা ক্লোক নেবে তুমি ? দেখোনা পরে কেমন দেখায়—

দ্বিতীয় প্রধানা অভিনেত্রী ॥ ওটা আমার ক্লোক মনে থাকে যেন !

ম্যানেজার ॥ (ক্ষেপে গিয়ে)....বাপের সঙ্গে রসিকতা করগে যা শালা !....(সামলে) বুঝছ না, এ সিনটা আমাদের এখুনি শেষ করতে হবে তো ? ডোণ্ট মাইণ্ড—এ্যাঁ !....(মেয়েকে)....আপনি চালিয়ে যান তো....বেশ হচ্ছে !

মেয়ে ॥ (চালিয়ে যেতে থাকে)....না-থাক। ক্লোক আমি কখনো পরিনি।

বাবা ॥ তাতে কি হয়েছে, না হয় এটা দিয়েই শুরু করলে।.... এরকম ডজনখানেক আমি কিনে দেবো তোমাকে—নাও না, নাও !....আমি—সাধ করে দিচ্ছি আর তুমি নেবে না ? কি নেবে না ? দেখিতো কেমন না নাও—আমি পরিয়ে দিচ্ছি তোমায়—

মেয়ে ॥ না, থাক—

বাবা ॥ বুঝতে পেরেছি, তুমি ভয় পাচ্ছো বাড়ির কথা ভেবে, ভাবছ....

একটা ক্লোক পরে গেলে বাড়ির সবাই কি ভাববে না ?····দুর বোকা—এসব ব্যাপারে একটু চালাকি করতে হয়, তাও জান না····? নাঃ, তুমি দেখছি নিতান্তই নোভিশ ! ····আচ্ছা, কি বলতে হবে আমি শিখিয়ে দেব তোমাকে, কেমন রাজী ?

মেয়ে ॥ (ঘৃণা দমন করে) না-না তা নয়, এসব কথা বলে কি লাভ ? এতে তো আমার আপনার দুজনেরই সময় নষ্ট হচ্ছে—আপনার যা খুশি করুন, শুধু তাড়াতাড়ি করুন····আমায় টাকাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন।

বাবা ॥ আরে বাপরে আশ্চর্য নির্লজ্জ মেয়ে তো তুমি !

মেয়ে ॥ আমি কিন্তু একটা পয়সাও কম নেব না। আমার টাকার খুব দরকার।

বাবা ॥ তাই নাকি, তবে যে বনোয়ারীলাল বললো যে তুমি নিজে দেখে আমাকে পছন্দ করেছো—

মেয়ে ॥ হ্যাঁ তাই,····আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে····আপনাকে আমি এদিক দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনি আমাকে দয়া করুন। আমাকে যা খুশি করুন, কিন্তু দাঁড়ান, আমি আগে টাকাটা গুণে নিই ··

ম্যানেজার ॥ (বাধা দিয়ে, প্রম্পটারের দিকে) দাঁড়াও একমিনিট ! এই মহিলার এই লাষ্ট ডায়লগটা লিখতে হবে না, ওটা বাদ দিয়ে দাও—(বাবা ও মেয়েকে) বিউটিফুল হচ্ছে—রিয়েলি সুপার্ব (অভিনেতাদের) এ সিনটা বেশ জমবে না ? বিশেষ করে এই ক্লোক দিতে যাবার যায়গাটা থেকে—

মেয়ে ॥ এখনো তো এ সিনের ক্লাইম্যাক্সটাই বাকি !

ম্যানেজার ॥ এক মিনিট—কাইণ্ডলি একটু ওয়েট করুন! (প্রম্পটারকে) এ সিনের কথাবার্তাগুলো আর একটু ভদ্র করে আনতে হবে....

প্রবীণ অভিনেতা ॥ এমনিতে কিন্তু সিনটার মধ্যে বেশ স্পীড আছে।

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ নিশ্চয়ই—এই সিনটা তো মোটামুটি সহজ বলেই মনে হচ্ছে। (প্রবীণ অভিনেতাকে) আপনি আর আমি এক রাউণ্ড ট্রাই করে দেখবো নাকি?

প্রবীণ অভিনেতা ॥ উইথ প্লেজার। (ম্যানেজারকে) আচ্ছা, আমি ওদিক দিয়ে এণ্ট্রেন্স নিচ্ছি (প্রধান অভিনেতাকে) একটু মুড ক্রিএটেড হওয়া দরকার!

ম্যানেজার ॥ (প্রধান অভিনেতাকে) কি ব্যাপার, আপনারা এখুনি একবার ক্যারেকটারদের সামনে সিনটা করে নিতে চান? তা বেশ তো, ওঁরা দেখুন....আচ্ছা আপনার আর বনোয়ারীলালের পোরশানটুকু এখন থাক, ও যায়গাটায় আমি আরো কতকগুলো কমিক ডায়লগ ঢুকিয়ে নেব। তার পরের সিনটুকু করুন.তো? একি আপনি আবার যাচ্ছেন কোথায়?

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ এক মিনিট। আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা একটু....

[সেট থেকে ব্যাগটা নিয়ে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসে। সেটা খুলে দুটো লবঙ্গ মুখে দেয়। ব্যাগ বন্ধ করে।]

ম্যানেজার ॥ বেশ! আপনি ওখানটায় দাঁড়ান—মাথাটা একটু নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন....হ্যাঁ।

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ দেখুন। এবার আমি আপনার চেয়ে এ. জায়গাটায় ভাল অভিনয় করি কিনা!

মেয়ে ॥ আমার চেয়ে ?

ম্যানেজার ॥ (মেয়েকে) একটু চুপ করুন দিকি। দেখুন একে ভালো করে ফলো করুন। এর কাছ থেকে আপনিও অনেক কিছু শিখতে পারবেন। (হাততালি দিয়ে প্রবীণ অভিনেতাকে) আপনি ওদিকে যান—ওদিকে রেডি থাকুন, নিন—এবারে এন্ট্রেন্স নিন্—ইয়েস—

[প্রবীণ অভিনেতা সপ্রতিভ ভাব-ভঙ্গি করে ঢোকেন—প্রথম থেকেই দেখা যায় যে অভিনেতাদের বাচনভঙ্গি চরিত্রগুলো থেকে আলাদা, যদিও এর মধ্যে প্যারডির কোন ভাব নেই। নিজেদের থেকে অন্যরকম হচ্ছে দেখে বাবা ও মেয়ে কখনো হেসে কখনো অন্যরকম মুখভঙ্গি করে তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে থাকেন।]

প্রবীণ অভিনেতা ॥ দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে।

বাবা ॥ (নিজেকে আর সামলাতে না পেরে) না না, এরকম মোটেই না।

[প্রধান অভিনেতার ঢোকা দেখে মেয়ে সশব্দে হেসে ওঠে]

ম্যানেজার ॥ আরে চুপ করুন তো। আপনার হাসিটা থামান। এরকম করে বার বার কথা বললে আর খিক্ খিক্ করতে থাকলে তো আমরা সারা জন্মে নাটকটা শেষ করতে পারবো না।

মেয়ে ॥ না না, আপনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু হাসি পাচ্ছে কেন সেটা তো বুঝতেই পারছেন। এই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সত্যি-সত্যিই ফুলশয্যার রাতের কনেবউ। একটা লোক আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই একশো টাকার বদলে ওঁর

শরীরটা নিয়ে যা খুশি তাই করবে জেনেও কি কোন মেয়ে ওরকম করে দাঁড়িয়ে থাকে? সত্যি কোনো ধারণা নেই আপনাদের।

বাবা॥ যেন সমাজটায় কোন নোংরামি নেই—ইতরতা নেই—সব অমনি সরল সুন্দর—থিয়েটার থিয়েটার খেলা—

ম্যানেজার॥ রাবিশ যত সব! সরুন তো—আমাকে দেখতে দিন ব্যাপারটা!

প্রবীণ অভিনেতা॥ (বাবাকে) আপনি ব্যাপারটা বুঝুন। প্রায় ফরটি ফিফটি এজ-এর কোন লোক যদি ঐ বয়সী একটা ভদ্র-মেয়েকে এমন একটা জায়গায় দেখে, যেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে—বুঝছেন তো ক্যারেকটার-টা?

ম্যানেজার॥ আহা—চুপ করুন আপনি। আপনি আবার গেলেন ওঁকে জ্ঞান দিতে। ওঁদের কথায় কান দেবার দরকার কি? এই জায়গাটা আর একবার করুন। বেশ হচ্ছিল।

[অভিনেতাদের আরম্ভের অপেক্ষায় চুপ করে থাকেন।]

কি হলো?

প্রবীণ অভিনেতা॥ দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রবাড়ির মেয়ে।

প্রধানা অভিনেত্রী॥ হ্যাঁ ভদ্রবাড়ির মেয়ে!

প্রবীণ অভিনেতা॥ (বাবার অঙ্গভঙ্গি নকল করে; প্রথমে মিষ্টি করে হাসেন পরে ভীতির ভাব দেখান) বাঃ বেশ দেখতে তো—এই লাইনে নতুন বুঝি?

ম্যানেজার॥ হ্যাঁ মোটামুটি হচ্ছে। তবে অ্যাকশানটা আরও বাড়াতে হবে। আর একটু ইমোশান····আমাকে ফলো করুন। এই রকম

হবে—বাঃ বেশ দেখতে তো, এ লাইনে নতুন বুঝি ? (প্রাধানা অভিনেত্রীকে) তুমি বলো—না পুরোনোই—

প্রবীণ অভিনেতা ॥ বাঃ বেশ দেখতে তো—এ লাইনে নতুন বুঝি ?

প্রধানা অভিনেত্রী ॥ না—

প্রবীণ অভিনেতা ॥ পুরোনো ! যাঃ দেখে তা—

ম্যানেজার। আরে দুর ! আগে ওর কথাটা শেষ করতে দিন মশাই। ও বলবে, 'না পুরোনোই' ....তখন আপনি বলবেন 'পুরোনো ? ও যেইনা বলেছে 'না—' অমনি আপনি বলতে লেগে গেছেন 'পুরোনো'....যাঃ কি যে করেন—

[প্রধানা অভিনেত্রী বিতৃষ্ণায় নিজের চোখ বন্ধ করে। তারপর ঘাড় নাড়ে। মেয়ে হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করে।]

ম্যানেজার ॥ (মেয়ের দিকে ঘুরে) কি হচ্ছে কি—আপনি ওরকম করছেন কেন ?

মেয়ে ॥ কই আমি তো কিছু করিনি।

ম্যানেজার ॥ (প্রবীণ অভিনেতাকে) আপনারা চালিয়ে যান তো—

প্রবীণ অভিনেতা ॥ পুরোনো ? যাঃ—দেখে তো মনে হচ্ছে না। সত্যি পুরোনো ? তাহলে এরকম করে কনেবউ-এর মত দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এত লজ্জা কিসের ? শাড়িটা গলায় জড়িয়ে আছ কেন ? গরম লাগছে না ? ইস্—অ্যাতো ভীষণ ঘেমে গেছো। দাও আঁচলটা সরিয়ে দিই—বাপরে—

[প্রবীণ অভিনেতা 'বাপরে' রেশটুকু এমন সুরে আর ভঙ্গিতে বলেন যে মেয়ে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে রেখেও হাসি

চাপতে পারে না।]

প্রধানা অভিনেত্রী॥ আমি চলে যাচ্ছি। এসব আজে বাজে লোকের ঠাট্টা নেকামি সয়ে রিহার্সাল দিতে হবে এমন দাসখৎ লিখে দিইনি।

প্রবীণ অভিনেতা॥ আমিও চলে যাচ্ছি। কি বলেন মশাই—সহ্যের একটা সীমা আছে তো?

ম্যানেজার॥ (মেয়ের দিকে চেঁচিয়ে) হাত জোড় করে বলছি—আপনি চুপ করুন। বুঝলেন, হাসিটা থামান।

মেয়ে॥ সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না--দেখবেন আর এ রকম হবে না।

ম্যানেজার॥ সত্যি আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন, সব জিনিসের একটা সীমা আছে, মাত্রা আছে—

বাবা॥ (মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন) তা আছে কিন্তু ওর অবস্থাটা একবার বুঝে দেখুন—

ম্যানেজার॥ বুঝে দেখবো! কি বুঝবো আবার- আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে—এমনিতে ব্লাড প্রেসার-এর পেসেণ্ট আমি—

বাবা॥ কিন্তু বিশ্বাস করুন ওঁরা যখন এরকম অদ্ভুত সব পোজ করেন—

বাবা॥ না, আমি বলছি আপনার আর্টিস্টরা সত্যিই ট্যালেণ্টেড়! এই ভদ্রলোক, এই মহিলার অ্যাক্টিং-এর মধ্যে সত্যই আছে ওরিজিনালিটি....কিন্তু এঁরা আর আমরা কি এক? আপনিই বলুন?

ম্যানেজার॥ না তা হবে কেন? আপনারা আর এঁরা এক হবেন

কি করে ? হওয়া উচিতও নয়। আপনারা হলেন ক্যারেকটার্স আর এরা হলেন আর্টিস্ট—

বাবা॥ হ্যাঁ তাই তো বলছি আমি। এঁরা আর্টিস্ট, এঁরা নিজেদের মতো করে আমাদের রোল পোট্রে করছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের উপর, মানে ক্যারেকটারদের উপর অ্যাক্টিং-এর একেবারে অন্য রকম রিঅ্যাকশান আছে। এঁরা যতই আমাদের মতো হতে চেষ্টা করুন না কেন, এঁরা কখনও আমরা হতে পারেন না।

ম্যানেজার॥ তাহলে এটা কি হচ্ছে ?

বাবা॥ বললুমই তো যা হচ্ছে····সেটা ওঁদের নিজেদের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি থেকে ওরিজিনাল ক্যারেকটস্‌র চেনবার কোন উপায় নেই।

ম্যানেজার॥ ওব্‌ভিয়াস্‌! এটাই যে ওব্‌ভিয়াস্‌ সে কথা তো এর আগে আপনাকে বহুবারই বললুম।

বাবা। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি····বুঝতে পারছি····

ম্যানেজার॥ বুঝতে পারছেন ব্যস, তবে আর কথা বাড়াবেন না। (অভিনেতাদের দিকে ফিরে) এখন তা হলে থাক। বুঝলেন আমরা পরে নিজেদের মত কম্পোজিশান করে নিয়ে রিহার্সাল দেবো। (বাবাকে) নিন—আপনারাই আসুন। আবার শুরু করা যাক। আর—(মেয়েকে) আপনার ঐ হাসি-টাসিগুলো একটু সামলে।

মেয়ে॥ না না আর হাসবো না। এবার আমার যা একটা অপূর্ব জায়গা আছে না, দেখুন, কি সুন্দর।

ম্যানেজার॥ বেশ তো। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস ঠিক করে

নিতে হবে—তাহলে এই মহিলা যখন বলবেন—হ্যাঁ তাই তাই, আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে আপনাকে আমি এদিক দিয়ে যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি—আপনি আমাকে দয়া করুন, যা খুশি করুন কিন্তু দাঁড়ান আমি আগে টাকাটা গুণে নিই—বলবেন তো ? এখানে এই মহিলাকে শুধু এইটুকু বলতে হবে—আপনাকে আমি যেতে আসতে অনেকবার দেখেছি, আপনি আমাকে দয়া করুন।—বাস। বাকি ডায়লগগুলো বাদ দিয়ে দিন। দিয়ে—(বাবাকে) আপনি বলুন দয়া ? কেন দয়া কেন ? কি হয়েছে তোমার,—বলেই এগিয়ে, আসুন।—আচ্ছা বলুন তো একবার।

মেয়ে॥ (বাধা দিয়ে) কি বলবেন ?

ম্যানেজার॥ বলবেন—তোমাকে যেন আমার খুব চেনা চেনা ঠেকছে, কোথায় তোমাকে দেখেছি মনে হচ্ছে খুব যেন একটা চেনা মুখের প্রতিবিম্ব'—

মেয়ে॥ কি সব আজে বাজে বকছেন আপনি—আসলে কি হবে জানেন ? যেই আমি বলবো.—হ্যাঁ তাই তাই, আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপনাকে। আপনাকে আমি এদিক দিয়ে যেতে আসতে অনেক বার দেখেছি—আপনি আমাকে দয়া করুন, আমাকে যা খুশি করুন, কিন্তু—দাঁড়ান, আমি আগে টাকাটা গুণে নিই। —তখন উনি কি করবেন জানেন ? আমার হাতটা ধরে আচমকা টান মেরে বলবেন—থাক—থাক ও টাকা। আমি তোমাকে আরও অনেক টাকা দেবো। কিন্তু এ জামাটা

সত্যিই তোমাকে একদম মানায় না! এটা খুলে ফ্যালো। খেলো—

ম্যানেজার ॥ ও-বাবা, তাহলে তো অডিটোরিআম-এ একেবারে হট্টগোল আরম্ভ হয়ে যাবে!

মেয়ে ॥ কিন্তু এইটেই যে সত্যি, এই তো হয়েছিল।

ম্যানেজার ॥ হয়েছিল তো হয়েছিল—তাতে কি হয়েছে? আমাদের কাজ তো রিআলিটি নিয়ে নয়, আর্ট নিয়ে। রিয়ালিটিকে আমরা স্বীকার করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময়েই যে রিআলিটি বজায় রাখতেই হবে তার কোনো মানে নেই।

মেয়ে ॥ তা হলে এ জায়গাটা কি করতে চান আপনি?

ম্যানেজার ॥ সে সব আপনি কিছু ভাববেন না! এ জায়গাটায় সব অদ্ভুত ভাল ভাল সংলাপ লিখে দেব আমি।

মেয়ে ॥ না না, তা হবে না। এ আমি কিছুতেই মানবো না। আমি যা আমি তাই। আমার কোন আশা নেই, মায়া মমতা নেই! ভদ্রতা শ্লীলতা নেই, চরিত্র নেই—আমার জীবনের এই যে ঘটনাটুকু —আমার বিতৃষ্ণা, আমার রাগ, আমার ক্ষোভ, আমার জ্বালা-যন্ত্রণা, বেদনা আর নিষ্ঠুর নগ্ন-সত্যের সঙ্গে আপনি আপনার মনগড়া যত ভাল ভাল কথা জুড়ে নিয়ে একটা খুব জমাটি গোছের রোম্যান্টিক সিন্ খাড়া করবেন ভেবেছেন? আর আমি তা মেনে নেবো? আপনার কথামতো উনি আমাকে বলবেন তোমাকে যেন আমার খুব চেনা চেনা ঠেকছে। কোথায় তোমাকে দেখেছি বলতো—আর অমনি আমি চোখের জলে গলে গিয়ে বলবো,— এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা বস্তিতে আমার বাবা মারা

যাচ্ছেন। ওঁকে এখনি অক্সিজেন দিতে হবে—না না না—তা কিছুতেই হবে না। উনি যেমন করে আমাকে বলেছিলেন, ঠিক সেইরকম করেই ওঁকে বলতে হবে। 'থাক, থাক ও টাকা। আমি তোমাকে আরও অনেক টাকা দেবো। কিন্তু এ জামাটা তোমাকে মানায় না। এটা খুলে ফ্যালো—'আর আমি ডান হাতের মুঠোয় একশোটা টাকা নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে আমার নিজের জামা—

ম্যানেজার॥ (মাথার চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে) একি বলছেন আপনি?

মেয়ে॥ (উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে) সত্যি, যা সত্যি তাই।

ম্যানেজার॥ বুঝলুম সত্যি, আপনাদের মনের অবস্থাটাও বুঝতে পারছি কিন্তু দেখুন, স্টেজের ওপর তো আর ওসব জিনিস দেখানো যাবে না, একেবারে কেচ্ছা হয়ে যাবে তাহলে—

মেয়ে॥ দেখানো যায় না? যা সত্যি তা দেখানো যায় না, না? বুঝেছি. যেমন আপনারা, তেমনি আপনাদের স্টেজ। আচ্ছা নমস্কার—আমি চললুম।

ম্যানেজার॥ আহা! ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। হঠাৎ এতটা চটে উঠছেন কেন?

মেয়ে॥ আমি আর একটা সেকেণ্ডও এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো না। সব বুঝতে পেরেছি আমি....আপনি আপনার অফিসে বসে কথা বলবার সময় ওঁকে বুঝিয়েছেন স্টেজে এতটা সম্ভব নয়। বুঝতে পেরেছি আমি ...আর উনিও তাতে হুবহু সায় দিয়ে গেছেন, কেননা উনি তো শুধু চান যে এ নাটকে আর কিছু দেখাবার

দরকার নেই, শুধু ওঁর বিবেক-দংশন, আত্মগ্লানি, এইসব দেখিয়ে ওঁর চরিত্রের সাফাই গেয়ে ওঁকে নির্দোষ প্রমাণ করলেই হলো। কিন্তু আমি তো চাই আমার চরিত্রের যা সত্যি দেখানো হোক এ নাটকে !

ম্যানেজার ॥ (মাথা নেড়ে বিপর্যস্ত হয়ে) আহা বুঝলুম আপনার কথা। আপনার চরিত্রের রিয়ালিটি-র ব্যাপারটাও বুঝলুম। কিন্তু ওঁদের তিনজনের, এই ভদ্রলোকের, আপনার মা'র রোলগুলোর কথা ভাবুন একবার। এটা তো আপনি নিশ্চয় মানবেন যে নাটকে একটা মাত্র ক্যারেকটার-এর বেশী স্কোপ থাকলে অন্য ক্যারেক্টারের মোদ্দা জায়গাগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে একটা নিট জিনিস খাড়া করা যায়। উঁ—?....এটাও আমি অ্যাডমিট করছি যে প্রত্যেকটি ক্যারেকটারেরই নিজের কিছু গোপন কথা আছে। সেগুলো প্রকাশ করতে দিলে ভালই হয়। ধরুন, যদি এরকম একটা ব্যবস্থা থাকতো যে প্রত্যেকটি ক্যারেকটার সলিলোকিই দিয়ে কিম্বা ধরুন অডিএন্স-এর সামনে একঘণ্টা লেকচার দিয়ে নিজের যা কিছু বলবার আছে, সব বলতে পারবে, তাহলে তো সবচেয়ে ভাল হতো। (ঠাট্টার স্বরে) কিন্তু ন্যাচারালিস্ট নাটকে তো চলে না। নাটক —নাটক। এঁ্যা ? আপনাকে আর একটু পেসেণ্ট হতে হবে। ....বুঝেছেন তো, যদি শুধুমাত্র আপনার ক্যারেকটার-এর বিতৃষ্ণা, রাগ, ক্ষোভ, জ্বালা, যন্ত্রণা দেখাতে থাকি তাহলে অডিএন্স তে স্রেফ বোর ফিল করবে। তাই না ? আর দেখুন, চটবেন না, আপনি নিজেই তো বললেন যে, আপনিও এমন কিছু

গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নন।....ঐ বনোয়ারীলালের দোকানে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হবার আগেই—আপনি তো ওই লাইনে নেমেছিলেন।

মেয়ে॥ (সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে) তা ঠিক। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার জীবনের প্রথম থেকেই যা-কিছু ঘটেছে তার জন্য দায়ী উনিই—

ম্যানেজার॥ (বুঝতে না পেরে) তার মানে? প্রথম থেকেই যা-কিছু ঘটেছে, তার জন্যে উনি দায়ী হলেন কি করে?—

মেয়ে॥ হ্যা উনি-ই। প্রথমে যে খারাপ রাস্তায় নামায়, বাকি জীবনের সমস্ত নোংরামির সমস্ত দায়িত্ব তো তারই। আমার জন্মের আগে থেকেই উনি আমার জন্যে এই নোংরা রাস্তা খুলে রেখেছিলেন—ওঁর দিকে তাকান, ওঁর বিচার করুন আপনারা—

ম্যানেজার॥ ও এই কথা বলছেন? কিন্তু তবু ভাবুন, সব ব্যাপারের সব দায় ঐ একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে সে বেচারাই বা করেন কি? ওঁকে অন্তত ওঁর কথাগুলো বলতে দিন। ওঁকে অ্যাকটিং করবার চান্স দিন একবার।

মেয়ে॥ চান্স! কেন? যাতে উনি শুধু ওঁর বিবেকদংশন, আত্মগ্লানি, এইসব ফলাও করে দেখিয়ে শান্তি পান? ওঁর একশো বদমায়েশির একটাও লোকে জানবেনা, আর ওঁর সমস্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে? ওঁর বিবেক শুদ্ধ হয়ে গিয়ে উনি আবার ঝকঝকে ভাল মানুষ সেজে যাবেন? ....অন্তত একটা টুকরো ঘটনা আপনারা দেখান, যেখানে একটা বেশ্যা মেয়ের বুকের ওপর

….যে বেনী-দোলানো ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েকে দশ বছর আগে উনি রোজ ইস্কুল থেকে আসতে যেতে দেখেছেন—

[মা অত্যন্ত অভিভূত হয়ে বীভৎস চিৎকার করে ওঠেন। সবাই অভিভূত হয়ে যায়। দীর্ঘ বিরতি।]

(মা একটু শান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে গম্ভীর আর দৃঢ়ভাবে বলতে থাকে) আজ পৃথিবীতে আমরা অজানা—কাল আপনারা আমাদের জীবন নিয়ে যা খুশি তাই নাটক করে সুনাম করবেন, টাকা পয়সা করবেন….কিন্তু আজ তো আপনারা সত্যিকারের নাটক চান ? সেই নাটকই চান তো যা সত্যি সত্যি হয়েছে ?

ম্যানেজার ॥ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই চাই। অন্ততঃ আমিতো বাপু চাই-ই। মডার্ণ লাইফের ওপরেই তো একটা স্টোরি আমি চাইছিলুম। ভালোই হলো। দেখবেন, সমস্ত জিনিসটা তো চোখের সামনে রইল ? এর পর ঢেলে ফেলে নিয়ে একখানা এ-গ্রেড নাটক খাড়া করে নেবো।

মা ॥ (তীব্র চিৎকার করে) না না না—আপনারা এ নাটক করবেন না। কোন দিন করবেন না, পায়ে পড়ি আপনাদের—

ম্যানেজার ॥ না না না—আপনাদের নিয়ে যে নাটকটা ফাইন্যালি খাড়া করব সেটাতে এসব কেচ্ছাকাণ্ডের পুরো পোরসান্ বাদ দিয়ে দেবো।

মা ॥ তবু না, এখন আর নয়, আমাদের ছেড়ে দিন। আমি আর কিছুতেই চোখের সামনে এই সব সহ্য করতে পারছি না—কিছুতেই পারছি না।

ম্যানেজার ॥ বাঃ এইটেই তো রিআলিটি—মানে সত্যিই ঘটে গেছে

—তাই-ই তো বললেন আপনারা—তাহলে—কি জানি বাপু, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।

মা ॥ আপনাদের কাছে সবটাই নাটক! কিন্তু আমি যে এ-নিয়ে প্রতিমুহূর্তের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি, সব সময় আমি এসব দেখি ভাবি আর—ভাবি আমি পাগল হয়ে যাবো। এই বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন—এরাও তো সব দেখছে! এগুলো কি এদের দেখা ভালো?—অথচ এরা কেউ কিচ্ছু বুঝবে না—(মেয়েকে দেখিয়ে) ওই আমার শত্রু—পেটে ধরেছিলাম ওকে, খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করে তুললাম হতভাগীকে—আর ও আমাকেই সহ্য করতে না পেরে চলে গেল বাড়ী ছেড়ে! আজ ও কি করে পেট চালায় আমি জেনেছি—ওকে আমি যে কেন আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলিনি! হতভাগী! মরুক, মরুক—ও মরে যাক! আমার হাড় জুড়োক।—দোহাই আপনাদের, আপনাদের পায়ে পড়ি, এ নাটকটা করবেন না, তাহলে যতবার এগুলো আমি দেখবো ততবারই তো আমার বুকের আগুন হু-হু করে জ্বলে উঠবে। আপনাদেরও তো ছেলে-মেয়ে আছে, মা হয়ে আমি নিজের ছেলেমেয়ের এই জ্বালা সইব কেমন করে বলুন?

বাবা ॥ তবু এ নাটক হোক। আমি চাই এ নাটক হোক। এই কথাই মেনে নিন আপনারা—আমাকে অন্তত লজ্জা পেতে দিন। নিজেকে ধিক্কারে জর্জরিত হতে দিন একবার—কালের অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে একটি মুহূর্তের যে ভুল, তাই যদি আমার চরিত্রের একমাত্র সত্য হয়, তবে তাই হোক।

ম্যানেজার ॥ হোক—তাহলে সিন্‌টা শেষ করে ফেলুন।....আপনার আর ঐ মহিলার সিকোএন্সটা জমে উঠেছে এমন সময় ওর মা বকছেন, বনোয়ারীলালের কাছে ক'টা টাকা ধার করবার জন্য—হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন আপনাদের—এই তো ? এইখানে ফার্স্ট সিন-এর কার্টেন। এ্যাঁ ?

বাবা ॥ তাই হোক। আমার শাস্তির শুরু হোক। আমাদের প্রত্যেকের নাটকীয়তার পরিণতি ঘটুক ওর ওই আর্ত চিৎকারে।

মেয়ে ॥ উঃ—এখনো কানে বাজছে মা'র সেই পাগল করা চিৎকার—কি ভয়ঙ্কর কি করুণ কি তীব্র আর্তি।....তা হলে শুরু করি। আমি ছিলুম ঠিক এই রকম করে (বাবার কাছে গিয়ে তার বুকে মাথা রাখে)—ওঁকে ঠিক এইরকম করে ধরে—ঠিক এমনি—উনি আমাকে ভেতরের ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আমার বাঁ হাতের একটা নীল শিরা যেন খুব জোরে দপ্‌ দপ্‌ করে উঠল, আমার কেমন যেন ভীষণ ভয় করতে লাগল, আমার চোখ বুঁজে এলো—আমার মাথাটা ওঁর গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ল—(মায়ের দিকে তাকিয়ে) চিৎকার করো মা, চিৎকার করো।

[মা ভয়ঙ্কর জোরে বীভৎস চিৎকার করে দু'জনকে আলাদা করে দেন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে।]

ম্যানেজার ॥ (ফুটলাইটের দিকে পিছু হাঁটে) আঃ—বিউটিফুল, বিউটিফুল (প্রম্পটারকে) কার্টেন—নোট করো হে ফার্স্ট সিনের

কার্টেন ,—রিয়েলি স্থপার্ব – বিউটিফুল— সত্যি খুব জমবে খু-উ-ব জমবে। এই খানটাতেই ফাস্ট সিন-এর কার্টেন—

[ম্যানেজারের মুখে দু-তিনবার কার্টেন শুনে বগ্নিনাথ পর্দা টেনে দেয়।]

আরে কে রে, কে এ, মাইরী একেবারে পাঁঠার সন্তান—শালা বললাম, এইখানে ফার্স্ট সিন-এর কার্টেন পড়বে—শুনেই শুয়োরের বাচ্চা ঘড়্ ঘড়্ করে কার্টেন টেনে দিল! ধ্যুৎ—

[পরদা ফাঁক করে স্টেজ-এর ভেতরে ঢুকে যান। তখন তাঁর চেঁচানি শোনা যায়।]

কী মাইরি তোমাদের--

॥ দশ মিনিটের বিরতি ॥

[যখন পর্দা পুরো উঠে যায় তখন দেখা যাবে যে স্টেজের আসবাবপত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং চলেছে। স্টেজ-এর পেছনে কয়েকটা গাছ। দুপাশে দুটো উইংস, একটা কার্ণিশের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। বড় ছেলে বসে আছে মার কাছ থেকে দূরে। তার মুখে রাগ, ক্লান্তি এবং লজ্জার চিহ্ন। অন্যান্য সবাইকে মঞ্চের বিভিন্ন অংশে দেখা যাচ্ছে।]

ম্যানেজার॥ (খানিকক্ষণ চিন্তার পরে) হুঁ। আচ্ছা। এবার সেকেণ্ড সিন। আমি যা বলছি সবাই খুব মন দিয়ে শুনুন। দেখবেন কি ব্যাপার দাঁড় করাই।

মেয়ে॥ আমাদের বাবা হাসপাতালে মারা গেলেন—তার ঠিক

একদিন পরে আমাদের তিন ভাই-বোন আর মা'কে (বাবাকে দেখিয়ে) উনি ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

ম্যানেজার ॥ (অধৈর্য হয়ে) আপনি কাইগুলি মাথাটা একটু কম ঘামাবেন ?—চা খাচ্ছেন, চা খান।— ওহে বজিনাথ, ওঁকে আর এক ভাঁড় চা দাও।— বলছি তো, আমি যাচ্ছি।— আমার উপর সবটা ছেড়ে দিন - দিয়ে দেখুন -

মেয়ে ॥ কিন্তু একথা যেন সবাই বুঝতে পারে যে অন্তত অমি ওঁর বাড়িতে আসতে চাইনি—

ম্যানেজার ॥ (অধৈর্য হয়ে) আমি বুঝেছি রে বাপু, সব বুঝেছি। আমার সবকথা খেয়াল আছে, একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?

মা ॥ (অনুনয়ের সুরে) দোহাই আপনার—একথাটা যেন স্পষ্ট বোঝা যায়, আমি সব সময় মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছি।

মেয়ে ॥ (উদ্ধতভাবে বাধা দিয়ে) যাতে ওই ইডিঅটটার সঙ্গে ভাইবোনের সম্পর্ক পাতিয়ে আমরা ঐ বাড়িতেই টিঁকে থাকতে পারি। কী লাভ হলো ?—এতেও কি ওরা বাঁচলো ? আমি থাকতে পারলাম ওদের বাড়িতে ? এতেও কি তুমি ওর ভক্তি-ভালবাসা ফিরে পেলে ?

ম্যানেজার ॥ আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই— নতুন সিনটা আমরা করবো, না করবো না ?

বাবা ॥ হ্যাঁ শুরু করুন '—এই স্টেজে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মিথ্যে করে দেওয়ার শেষ অধ্যায়টা শুরু করতে চানতো ?— আমরা ছ'জন যতো রিআল—

ম্যানেজার ॥ আমরা ততো আর্টিফিসিআল—এই বলছেন তো ?

বাবা ॥ (রহস্যময় হাসি হেসে) বলছি, আপনাদের কাছে যেটা আর্ট আমাদের কাছে সেটাই রিআলিটি—

ম্যানেজার ॥ তা হবে কেন ? যা রিআলিটি তা সবায়ের কাছেই রিআলিটি। আপনাদের কাছেও যা আমাদের কাছেও তা। কিন্তু সেই রিআলিটিকে নিয়েই যখন আমাদের আর্টের কারবার করতে হয়—

বাবা ॥ (ম্যানেজারের চেয়ারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে) এক্সকিউস্ মি, আপনি ঠিক বলছেন না।····আচ্ছা বলুন তো—আপনি কে ?

ম্যানেজার ॥ (হতভম্ব হয়ে) আমি কে ? কেন ? আমি—আমি ···আমি ···আমার বাবার ছেলে····

বাবা ॥ কিন্তু আমি যদি বলি তা সত্যি নয়। যদি বলি আপনি মোটেই আপনি নন। আপনি হলেন —আমি, আমার বাবার ছেলে—

ম্যানেজার ॥ তাহলে আপনার মাথার ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়ে গেছে—

[অভিনেতারা হেসে উঠে]

বাবা ॥ ঠিকই, হাসছেন আপনারা—এতে আমার কথাই প্রমাণ হয়। (ম্যানেজারকে) তাহলে আপনি যখন বলেন উনিই (প্রবীণ অভিনেতাকে দেখিয়ে) আমি, মানে আমার বাবার ছেলে—তখন আমি আপনাকে কি বলবো ?

[অভিনেতারা হেসে উঠে।]

ম্যানেজার ॥ (অপ্রতিভ হয়ে) কী গেরো। এ সব কথা তো আগেই

একবার হয়ে গেছে। --আপনি আবার রামসে শুরু করতে চান নাকি ?

বাবা ॥ তা কেন ? আমি বলছি যে স্টেজের ওপর আপনাদের এই যে থিয়েট্রিক্যাল আর্ট না কী যেন - এটাকে কখনই রিআলিটি বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন না ! যদি করেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে আবার প্রশ্ন করতে হবে - আপনি কে ?

ম্যানেজার ॥ বোঝো ঠ্যালা ! আপনি মশাই কোথাকার কে এক ক্যারেক্টার ঢুকলেন আমারই থিয়েটারে। আগেকার রিহাসা-লটার বারোটা বাজিয়ে দিলেন বলেন, আপনারা নাকি নিজেরাই একটা নাটক এনেছেন কিছুটা হলো কি হলো না —কনস্ট্যাণ্টলি কী সব কপ্‌চানি করে যাচ্ছেন····আবার এখন আমাকেই হুকুম করে বলে বসেছেন, বলুন তো আপনি····যদি বলি আমার বাবাই আপনার বাবা····যতসব অফেনসিভ কথাবার্তা।

বাবা ॥ আই বেগ টু ডিফার, স্যার ! আমি একটা ক্যারেক্টার···আর তাই, আপনাকে আমি প্রশ্ন করতে পারি, দিস ইজ কোয়াইট এ পারটিনাণ্ট কেশ্চেন····আমি বলেছি যাকে আপনারা আর্ট বলেন, তা রিআলিটি নয়····কেননা কাল আপনি যা ছিলেন আজ আপনি তা নন····এক ঘণ্টা আগে আপনি যা ছিলেন····এক ঘণ্টা পরে আপনি তা থাকবেন না····এই মুহূর্তে স্টেজ-এ আপনারা যেটাকে সত্যি বলছেন, আর পনের মিনিট পর সেটাই হয়ে যাবে মিথ্যে····

ম্যানেজার ॥ (ঠাট্টা করে) হরিবোল! তাহলে আপনার কথা হচ্ছে আপনাদের এই নাটকটাই হলো নির্ভেজাল রিআলিটি—

বাবা ॥ (খুব গম্ভীরভাবে) আনডাউটেড্‌লি।

ম্যানেজার ॥ আনডাউটেড্‌লি? বেশ। এই যে বললেন আনডাউটেডলি—তা বেশ ভালো করে ভেবে চিন্তে বলছেন তো?

বাবা ॥ নিশ্চয়ই!

ম্যানেজার ॥ আপনারা ছ'জন তাহলে আমাদের চেয়েও জ্যান্ত—মানে—আমাদের চেয়ে রিআল—এইতো?

বাবা ॥ নিশ্চয়ই। কেননা আপনাদের রিআলিটি প্রত্যেক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়, প্রতি মুহূর্তে আপনারা বদলান—

ম্যানেজার ॥ তাহলে বলি মশাই। ঠিক ঐ একই কারণে—আপনাদের রিআলিটিও তো প্রত্যেক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়—প্রতি মুহূর্তে আপনারাও বদলান।

[অভিনেতারা হেসে ওঠে।]

বাবা ॥ (চিৎকার করেন) না না না। আপনারা কি কখনও বুঝবেন না যে, আমাদের ছকের রিআলিটি কখনও মিথ্যে হবে না—বিশ্বাস করুন আমাদের নাটক ঠিক যে রকম ভাবে তৈরি হয়েছে—তার বাইরে একপা নড়বার অধিকারই নেই আমাদের—আমরা কখনও বদলাব না—আপনারা সবাই আপনাদের রাগ ভালবাসা স্নেহ প্রেম মায়া মমতা—সব বিচিত্র অনুভূতির রঙে প্রতিমুহূর্তে রঙ বদলান, পারিপার্শ্বিকতা আপনাদের জোর করে পাল্টে দেবে—কখনো কখনো নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে আপনারা

বোঝেন, যে পুরো সমাজটাই পাল্টে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের কথা ভাবুন একবার, আমাদের এক্‌জিস্‌টেন্সটাই কী ভয়ঙ্কর কী নিদারুণ কী দুঃসহ....

প্রধান অভিনেতা ॥ মিঃ ঘোষ, আমাকে একবার ডেন্টিস্ট-এর কাছে যেতে আপনি তো কালকেই বলেছিলেন আমাকে, পোনে ন'টার সময় ছেড়ে দেবেন একবার ?

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ, এই দিচ্ছি, দিচ্ছি। মশাই, ঐ সব ভালো ভালো কথা এখন শিকেয় তুলে রাখুন, আমার আর্টিস্ট সব অধৈর্য হয়ে উঠছে। আপনি ঐ সব দার্শনিক বুলি আওড়াতে থাকলে তো আসল নাটকটাই লাটে উঠে যাবে।

বাবা ॥ যাঁরা নিজেদের উপলব্ধির কথা খুলে বলেন না, তাঁদের কাছে আমার একার কথা তো নীরস দার্শনিক বুলি বলেই মনে হবে। এ-ও জানি, অনেকে মনে করেন, মনের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখাই মানবিক।....কিন্তু রিআলিটি কী প্রমাণ করে! মানুষ যখন দুঃখের আগুনে জ্বলে তখনই সে কথা বলে—মানুষ জানতে চায়। কেন দুঃখ? কিসের যন্ত্রণা? একথা কারো কাছে নীরস দার্শনিক বুলি বলে মনে হলে আমার কিছু করার নেই। নিজের সুখের কারণগুলো তো কখনই মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায় না, বলে না, ভাবে সুখে তার জন্মগত অধিকার।....কিন্তু দুঃখ? পশুরা দুঃখ পায়; তারা কথা বলতে পারে না। তারা যন্ত্রণা সহ্য করে; কারণ খোঁজে না।—কিন্তু মানুষ কি কখনো পশুর মতো চুপ করে থাকতে পারে? সে কি তার অতলান্ত মনকে তোলপাড় করে বেদনার কারণ খুঁজে

ফিরবেনা ? মানুষ কি কথা না বলে—কারণ না খুঁজে—শুধু 'মানবিক' থাকতে পারে ?

ম্যানেজার ॥ এ কী মশাই ! আপনি যে শঙ্করাচার্যকেও হার মানাবেন দেখছি !

বাবা ॥ আমার সমস্ত মন····যে রক্তাক্ত বিবেকের নিদারুণ দংশন···· আমাকে যে পাগল করে দিতে চায়।

ম্যানেজার ॥ তার আগে যে আমরা পাগল হয়ে যাবো ! আমি তো বাপের জন্মে শুনিনি যে, কোন নাটকের কোন ক্যারেক্টার তার রোলের বাইরে এই রকম বড় বড় লেক্‌চার ঝাড়ে—এ তো ভ্যালা বিপদ হলো !

বাবা ॥ আমারা যে চিনতে চাই নিজেদের ! আমরা বাঁচতে চাই। আমরা সার্থক হতে চাই।

ম্যানেজার ॥ (বাবাকে) ধ্যূর মশাই, যাই বলুন, কিছু মনে করবেন না—আপনি সময় সময় বড় মাত্রা ছাড়িয়ে যান।

বাবা ॥ আমি ? কখন ? কোথায় ?

ম্যানেজার ॥ কখন আবার ! সব সময়ে ! সারাক্ষণ ধরে—আর এই যে আপনার জোর করে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা যে আপনারা ক্যারেক্টার—এটা ধামা চাপা দিন তো। সব সময় খালি তর্ক করছেন আর বড় বড় বুলি ঝাড়ছেন। এই চললেই হয়েছে আর কি ! আগের সিনে ঐ মহিলা খিঁক খিঁক করে হাসছেন তো হেসেই যাচ্ছেন—আবার এখন আপনি লেকচার মেরেই যাচ্ছেন।·· এ রকম চললেই তো হয়েছে আর কি !

নাটক হবে, না কাঁচকলা হবে। নাটক মানে অ্যাকশান—বুঝলেন —অ্যাকশান!

মেয়ে॥ আমার মনে হয় 'অ্যাকশান' বলতে আপনি যা বোঝাচ্ছেন সেটা এবার আপনি পাবেন। আমরা ওর বাড়িতে যাওয়ার পর একদিন আমার ওই ছোট ভাইটা ওঁর বন্দুকটা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবে! তারপর আবার একদিন ও সত্যি-সত্যিই চুরি করে আনবে বন্দুকটা—

ম্যানেজার॥ ও ব্যাপারটা মনে আছে আমার —আচ্ছা আপনার ঐ বাচ্ছা বোনটি—ওর দু'একটা অ্যাকশান ঢোকান যায় না?

মেয়ে॥ হ্যাঁ! বাগানে অফুরন্ত রোদ—ও খেলা করবে! ওকে আমি দেখবো আর ভাববো—আবার ওর বয়সে ফিরে যেতে পারি না আমি? জীবনের এই ক'টা বছর মুছে ফেলে দিয়ে আবার গোড়া থেকে শুরু করা যায় না জীবনটাকে? তখন হঠাৎ মনে পড়বে (বাবাকে দেখিয়ে) ওঁর বাড়ীতে আসার আগের দিনগুলো—মা বাবার পায়ের কাছে মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছে—আর একপাশে আমরা তিন ভাইবোন—তখন বোনটি আমার এই নোংরা শরীরটাকে ওর নরম দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে আশ্চর্য শান্তিতে ঘুমোবে। আবার হঠাৎই মনে পড়ে যাবে, হাজারীবাগে আমাদের সেই ছোট্ট সুন্দর বাড়িটা—বাড়িটার সামনে একটা ছোট্ট ফুলের বাগান—বাবার খুব শখ ছিল কিনা? —আমি যখুনি ইস্কুল থেকে ফিরতুম—দেখতুম বাবা বাগানে কাজ করছেন—'ওই ত্যাখো দিদি'—আর ও ছুটে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হৈ-হৈ করে উঠতো—

ম্যানেজার ॥ ভেরি গুড ! তাহলে পুরো সীনটাই হবে বাগানের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে। আর বাকী সিকোএন্সগুলো ঘটবে বাগানের ডিফারেণ্ট পার্টে।....ওহে মাখন, পেছনে বাগান আর ঐ পাশে কার্ণিশ, যেমন স্কেচ দিয়েছি তোমায়, এঁ্যা ? (পিছন দিকে তাকিয়ে) ও তুমি শেষ করে এনেছো প্রায়—ভেরী গুড !—ও কে, স্টেডি। আচ্ছা (মেয়েকে) আচ্ছা, আপনার ঐ ভাইটি তাহলে বাগানেই থাকছে কেমন ? আপনার ঐ ছোট বোনটির আপনার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হৈ হৈ করে ওঠাটা স্টেজে দেখানো একটু মুস্কিল। —বুঝছেন তো, তখন তো আপনি স্কুলে পড়তেন—আপনার বাবা বেঁচে ছিলেন—আর, যেটা আমরা এখন দেখাচ্ছি সেটা তো নেহাৎই রিসেণ্ট ঘটনা। এঁ্যা ? তাতে ইউনিটি অব টাইমটা ব্রেক করে যায়। (ছোট ছেলেটির দিকে ফিরে) আচ্ছা, তুমি এদিকে এসোতো খোকা। এসো—হাঁ (ছোট ছেলেটির মুখে আর্তভাব লক্ষ্য করে) বাঃ, এর সিনটা খুব জমবে। (ছোট ছেলেটির হাত ধরে একটা গাছের পেছনে নিয়ে যান) আচ্ছা তুমি এখানটায় লুকিয়ে পড়োতো ! হঁ্যা ঠিক এই রকম—আচ্ছা মুখটা একটু বাড়িয়ে একটু উঁকি মেরে এমন ভাব করো যেন কাউকে তুমি খুজছো। (পিছিয়ে এসে দৃশ্যটি দেখে) বিউটিফুল, বিউটিফুল হচ্ছে। (মেয়েকে) আচ্ছা এখানে যদি এরকম করা যায়, আপনার ঐ ছোট্ট বোনটি পেছন দিক দিয়ে গিয়ে টপ করে ওর চোখ টিপে ধরবে—আর ও প্রথমটায় খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে—তারপরেই 'কেরে ? এই ছেড়েদে বলছি....'

মেয়ে ॥ না—তা হবে না !....এটা তো আমাদের হাজারীবাগের বাড়ির বাগান নয়—এটা ওঁর এখানকার বাড়ির বাগান ! বোনটি কিছুই করতে পারবে না—ভাইও একটি কথাও বলবে না (বড়োছেলেকে দেখিয়ে) ও যতক্ষণ এখানে আছে, ততক্ষণ এদের দিয়ে আপনি একটাও কথা বলাতে পারবেন না—একটাও ভালো এ্যাকশান করাতে পারবেন না।....ওকে তাড়িয়ে দিন, তারপর দেখুন, ওরা কেমন সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে—

ছেলে ॥ (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) খুব ভালো ! আমি তো চলে যেতেই চাই !....আমি চলে যাচ্ছি— (চলে যেতে থাকে।)

ম্যানেজার ॥ (ছেলেকে থামিয়ে) আরে, না না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? দাঁড়ান, দাঁড়ান।

[মা, ছেলে চলে যাচ্ছে ভেবে সন্ত্রস্তভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই তাকে বাধা দেবার ভঙ্গি করেন।]

মেয়ে ॥ (ধীরে, ব্যঙ্গের স্বরে) ওকে কষ্ট করে আটকাতে হবে না ! আপনি যা করছিলেন করুন না, ও এখান থেকে কিছুতেই যেতে পারবে না—

বাবা ॥ তুমি এখান থেকে চলে গেলে চলবে কী করে ? তোমার মা'র ক্যারেকটারটাই যে তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে—

ছেলে ॥ (হঠাৎ দৃঢ়ভাবে গম্ভীর হয়ে) কে সত্যি, কে মিথ্যে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার নয়। আমি আগোগোড়া বলে আসছি আমি প্লে করবো না....(আরো দৃঢ়তার সঙ্গে) আমি করবো না।

মেয়ে ॥ (ম্যানেজারের কাছে গিয়ে) আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না।

দেখবেন ?····আচ্ছা বেশ, তুমি চলে যেতে চাও তো ? যাও—যদি পারো, চলে যাও। (ছেলেটি তার দিকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে তাকায়—মেয়েটি উপহাসের স্বরে বলে চলে) দেখছেন, ও এখানে থেকে চলে যেতে পারবে না। ওর ক্ষমতা নেই। ওকে এখানে থাকতে হবেই। ও শিকলে বাঁধা। ওরা দু'জন মরে যাবার আগে আমি ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে—ও কিছুতেই এখান থেকে নড়তে পারবে না। (মা'র দিকে তাকিয়ে) এসো মা, এদিকে এসো····(আবার ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে) ঐ বড়ো ছেলেকে বুকে করে আগলে নিয়ে বেড়ানোর জন্যে মা যে কী ব্যাকুল, তার কতটুকুই বা আপনারা বুঝতে পারছেন বলুন ?····ঐ দেখুন, আপনার নাটকের নতুন সীনটা শুরু হয়ে গেছে—

[সত্যিই মা ছেলের দিকে এগিয়ে যায়। মেয়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র মা দু'হাত তুলে তাঁর সম্মতি জানান।]

ছেলে॥ (হঠাৎ) না না। চলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই, নেই।····কিন্তু প্লে আমি করবো না, কিছুতেই করবো না।

বাবা॥ (উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারকে) আপনি ওকে জোর করুন।

ছেলে॥ জোর করে আমাকে দিয়ে কেউ কোনদিন কিছু করাতে পারেনি, পারবেও না।

মেয়ে॥ একটু দাঁড়ান, এক মিনিট !····তার আগে যে বোনটিকে ভাঙা কার্ণিশের আলশের ওপর খেলা করতে হবে। (দৌড়ে মেয়েটির কাছে যায়। তাকে আদর করে বলে) বোনটি, বোনটি সোনা !

তুই খুব ভয় পেয়েছিস না ? ভাবছিস এ কোথায় এলাম ? (ছোট মেয়েটির একটি প্রশ্নের জবাব দেবার ভান করে) এর নাম থিয়েটার ! এখানে লোকেরা থিয়েটার করে বুঝলি ! এখানে সবাই নিজেরা যা নয়, তাই দেখাতে চায়। আমরা এক্ষুণি একটা থিয়েটার করবো রে। এখানেই ' তাতে তুইও আছিস ! (ওকে তুলে বুকে জড়িয়ে বলতে থাকে) বোনটি, বোনটি সোনারে, তুই কী সর্বনাশা নাটকেই না অভিনয় করবি রে ! তোকে যে ওরা কী ভয়ঙ্কর রোল-এর জন্যে বেছেছে তা যদি জানতিস ! ··ঐখানটায়····ঠিক ঐখানটায় একটা বাগান থাকবে ····আর ঐখানটায়····একটা ভাঙা কার্ণিশ। কোন জায়গায় ? ঠিক ঐখানটায় !····না না, এখানে কিছুই সত্যি নয়, এখানে সবই শুধু মিথ্যে, সবই অভিনয়, এখানে সবই খেলা !····কিন্তু খেলা যদি সত্যিই খেলা হতো সত্যিই তোর জন্যে একটা কার্ণিশওলা বাড়ির খেলনা থাকতো····আর এমন একটা বাগান থাকতো,····যেখানে তুই সারাদিন সোনালী রোদের মাঝখানে আপনমনে শুধু····শুধু খেলা করতে পারতিস।····তুই যখন পার্ট করতিস তখন সবাই ভাবতো, বাঃ বাঃ, বাচ্চা মেয়েটা বেশ সুন্দর পার্ট করছে তো !····কিন্তু····তুই নিজে যে সত্যি খেলার পুতুল নোস বোনটি, তুই যে রক্তমাংসে গড়া একটা বাচ্চা মেয়ে ! একটা সত্যিকারের ভাঙা কার্ণিশ থেকে মাটিতে পড়লে····(বাচ্চা মেয়েটাকে) তোর মা-ও তোকে ভালোবাসে না—নারে ? মা ভালোবাসে ওর বাইশ বছর পরে ফিরে পাওয়া বড় ছেলেটাকে। ····কিন্তু আমিও হয়তো তোকে বাঁচাতে পারতাম বোনটি····

ভাইকেও। (ছোট ছেলেটার একটা হাত ধরে কাছে টেনে আনে) বোকা কোথাকার ' হদ্দ বোকা তুই। ওই লোকটার শোবার ঘর থেকে সাহস করে বন্দুকটা চুরি করতে পারলি, আর একটু সাহস করে লোকটাকে আর ছেলেটাকে গুলি করে মারতে পারলিনে ?

[ছোট ছেলেটা মুখ ফ্যাকাশে করে দিদির মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না।]

বোকা ! (ছেলেটার গালে একটা চড় মারে) আত্মহত্যা করে কেউ ? (বোনটির হাত ধরে, গম্ভীরস্বরে) আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি কেমন ?

[ছোট মেয়েটিকে কার্ণিশের কাছে নিয়ে যায়।]

ম্যানেজার ॥ বাঃ, বিউটিফুল, এই তো, ডাবল অ্যাকশান হবে।

ছেলে ॥ ডাবল অ্যাকশান মানে ? ওর যা হয় হোক কিন্তু আমার কোনো রোল নেই। (মা'কে দেখিয়ে) ওই ওই বিধবা মহিলাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমি আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে একটাও কথা বলেছি কি না।

মা ॥ হ্যাঁ ! ওর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাথে একটাও কথা বলেনি—(জোরে কেঁদে ওঠেন) আপনি শুধু ওকে একবার বলুন—ও আমার সাথে কথা বলুক—আমার মনের সব কথা আমি ওকে খুলে বলতে চাই—বলুন—দোহাই আপনার ....(ম্যানেজারের পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন)

বাবা ॥ (ছেলের দিকে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে) ইডিঅট ! তোমার মা'র দিকে তাকাও।—বলো, কথা বলো !

ছেলে ॥ (দৃঢ়ভাবে) আমি কথা বলবো না। আমি ওর সাথে কথা বলবো না।

[চারপাশে বিশৃঙ্খলা। মা ভীতভাবে উঠে এসে ওদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন।]

বাবা ॥ (ছেলের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) তোমাকে বলতেই হবে। দেখতে পাচ্ছোনা, তোমার মা তোমার সাথে কথা বলতে চায় বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। তুমি না তার ছেলে !

ছেলে ॥ (বাবার বাহু ধরে) আমি বলেছি, আমি কথা বলবো না ; আমি বলবো না !

মা ॥ (অনুনয়ের স্বরে) ওগো ওগো, তোমরা এরকম কোরোনো, এরকম কোরোনা।

বাবা ॥ (ছেলেকে ধরে রেখেই) বলো, কথা বলো।

ছেলে ॥ (রেগে চিৎকার করে উঠে) কী হচ্ছে এসব পাগলামি ! তোমার কী কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—সবার সামনে নিজেদের ঘরের কেচ্ছা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছো—? যা জেনেছি, জেনেছি ....আরো খারাপ কিছু যাতে জানতে না হয় সেই জন্যেই আমি ওদের কারো সঙ্গেই কথা বলতে চাই না, (মুখে চোখে ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। সে ইতস্ততঃ করতে থাকে) আমি বাগানে....

ম্যানেজার ॥ (আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসেন) হ্যাঁ বাগানে—

ছেলে ॥ বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলুম—

ম্যানেজার ॥ বলুন, বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পর ?

ছেলে ॥ (আর্ত চিৎকার করে) কেন, কেন, কেন ? কেন আপনি জোর করে জানতে চান ?

ম্যানেজার ॥ (ছেলেটির চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে, সন্দিগ্ধভাবে) ঐ বাচ্চা মেয়েটি—?

ছেলে ॥ ঐ আলশেতে খেলতে খেলতে ভাঙা কার্ণিশ থেকে কেমন যেন—

বাবা ॥ (কোমলস্বরে, মাকে দেখিয়ে) তখন ওর মা ওর সঙ্গেই কথা বলবার জন্যে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে—

ম্যানেজার ॥ (উদ্বিগ্নভাবে ছেলেকে) তারপর, তারপর আপনি—

ছেলে ॥ আমি দৌড়ে ওর কাছে গেলাম। ওকে তুলতে যাবো.... হঠাৎ এমন একটা জিনিস দেখলাম যে তাতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।....ঐ, ঐ ওখানে....ঐ ছোট ছেলেটা ওর বোনের হাত থেকে গড়িয়ে পড়া রবারের বলটাকে একটা লাথি মারলো —দেখি ও তাকিয়ে আছে ওর বোনের রক্তাক্ত মাংস-পিণ্ডটার দিকে—মনে হচ্ছে—ও পাগল হয়ে গেছে—

[একটা বন্দুকের গুলির শব্দ—যেখানে ছোট ছেলেটি লুকিয়ে ছিলো, সেখান থেকে আসে।]

মা ॥ (একটা আর্তচিৎকার করে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে যান) আমার ছেলে! আমার ছেলে!! (চার পাশে হৈ-চৈ-এর মাঝখানে মা'র গলা ছাপিয়ে ওঠে) ওকে বাঁচাও! ওকে বাঁচাও!! ওকে বাঁচাও!!!

ম্যানেজার ॥ (দু'পাশের অভিনেতাদের দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকেন। দু'জন অভিনেতা ছোট ছেলেটিকে বয়ে নিতে চলে যান) কী কী ব্যাপার! আওয়াজটা কিসের হোলো?—

মাখন ॥ এখানে একটা বন্দুক! এখানে একটা বন্দুক পড়ে আছে।

ম্যানেজার ॥ সে কী ! বাচ্চা ছেলেটার লেগেছে নাকি ?

প্রবীণ অভিনেতা ॥ ছেলেটা মরে গেছে !

প্রধান অভিনেতা ॥ না না, মরেনি—মরেনি—ও প্লে করছে !

প্রম্পটার ॥ ইট'স্ নট রিয়েল !!

বাবা ॥ (প্রচণ্ড চিৎকার করে) ওঃ এক্সকিউস মি । দিস্ ইজ ফ্যাক্ট । দিস্ ইজ রিয়েল !!

ম্যানেজার ॥ ফ্যাক্ট ! রিয়েল !! একি থিয়েটার না ম্যাজিক ? পাক্কা দু-ঘণ্টা নষ্ট ! পাক্কা দু-ঘণ্টা !!

পর্দা